ইউনিট ৮

অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis)

এ ইউনিটে আছে ঃ

৮.১ অনুপাত এবং অনুপাত বিশ্লেষণের সংজ্ঞা
অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য
অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

৮.২ তারল্য অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ
৮.৩ লভ্যাংশ অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ
৮.৪ কর্মতৎপরতা অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ
৮.৫ মূলধন কাঠামো অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ

ভূমিকা

হিসাব চক্র দেখলে আপনি দেখতে পাবেন, এর অন্যতম দুটি ধাপ হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তত করণ এবং আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ। আর্থিক বিবরণী বলতে মূলতঃ লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্রকে বুঝায়। এ দুটি বিবরণী থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল (লাভ-ক্ষতি) এবং আর্থিক অবস্থা (সম্পদ ও দায়ের পরিমাণ/প্রকৃতি) জানা যায়। তবে এ থেকে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা যায় , প্রকৃত অবস্থা ও কারণ এ বিবরণীদ্বয় থেকে জানা যায় না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক তথ্য ব্যবহারকারীদের ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা জানা দরকার হয়। এ জন্য আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে তথ্য ব্যবহারকারীরা ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে এবং তারা এর আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থা আছে। অনুপাত বিশ্লেষণ তার মধ্যে অন্যতম। এটি আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের সর্বোত্তম মানদন্ড ও বহুল অনুসৃত পদ্ধতি। অনুপাত বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর জন্য বিভিন্ন আর্থিক তথ্যকে সহজ, সরল, বস্তুনিষ্ঠ, বোধগম্য, অর্থপূর্ণ, পরিষ্কারভাবে এবং তুলনা উপযোগী করে উপস্থাপন করে, যাতে তথ্য ব্যবহারকারীরা এর আলোকে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর মাধ্যমে তারা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে থাকে। অনুপাত হলো আর্থিক বিবরণীগুলোর অন্তর্ভূক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের সংখ্যাগত পরিমাপ। হিসাব বিজ্ঞানে অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

পাঠ - ১ ঃ অনুপাত ও অনুপাত বিশ্লেষণের সংজ্ঞা, অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা
(Definition of Ratio and Ratio Analysis, Objectives and Importance of Ration Analysis)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- ☞ অনুপাত কাকে বলে তা লিখতে পারবেন
- ☞ অনুপাত বিশ্লেষণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ☞ অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যাবলীর বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ অনুপাতের সংজ্ঞা (Defination of Ratio)

মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায়ের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা। সুতরাং এদের অনুপাত হবে ২,০০,০০০ ঃ ১,০০,০০০ = ২ ঃ ১ অর্থাৎ ১টাকার চলতি দায়ের বিপরীতে ২ টাকার চলতি সম্পদ রয়েছে। অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা অপরিহার্য। যেমন, মানুষের সাথে মানুষের অনুপাত, অর্থের সাথে অর্থের অনুপাত, যন্ত্রের সাথে যন্ত্রের অনুপাত ইত্যাদি। সুতরাং পরস্পর প্রাসঙ্গিক দুটি বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কের সংখ্যাগত পরিমাপকে অনুপাত বলে। আমরা নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা উল্লেখ করলাম ঃ

Webster's New Collegiate Dictionary তে বলা হয়েছে, "দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যস্থিত সম্পর্কের তুলনার গাণিতিক ভাগফলের নির্দেশককে অনুপাত বলে"।

অধ্যাপক কেনেডির (Canady) মতে, "একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের সম্পর্ককে যদি সরল গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়, তবে তাকে অনুপাত বলা হবে।"

Foulk এর মতে, "অনুপাত হলো একটি সংখ্যাবাচক অংক অথবা একটি শতকরা সম্পর্ক - অপরাপর ডলার পরিমাণের ভিত্তিতে কোন এক ডলার পরিমাণের তুলনা।"

আই. এম. পান্ডে (I.M. Pandey) বলেছেন, "দুটি আর্থিক চলকের সম্পর্ক হলো অনুপাত।"

Professor Khan and Jain (খান ও জেইন) এর মতে , "দুটি চলকের মধ্যে পরিমাণগত বা সংখ্যাত্মক সম্পর্ককে অনুপাত বলে।"

অধ্যাপক জে. জে. হ্যাম্পটন (Prof. John J. Hampton) এর মতে, " অনুপাত হচ্ছে দুটি সংখ্যার মধ্যে স্থিরকৃত সম্পর্কের মাত্রা বা সংখ্যাত্মক প্রকাশ।"

আমাদের আলোচনার বিষয় মূলতঃ হিসাব সংক্রান্ত বা আর্থিক অনুপাত যা আয়-ব্যয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্রের দফা সমূহের সাথে সম্পৃক্তি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণী বা উদ্বৃত্তপত্রের বিভিন্ন দফার মধ্যেকার সম্পর্কের সংখ্যাত্মক প্রকাশকে হিসাব সংক্রান্ত (Accounting-Ratio) অনুপাত বা আর্থিক অনুপাত (Financial - Ratio) বলে। যেমন ঃ চলতি সম্পদের সাথে চলতি দায়ের অনুপাত, বিক্রয়ের সাথে মুনাফার অনুপাত ইত্যাদি।

এ অনুপাত খাটি অনুপাত হতে পারে, যেমন ঃ ২ ঃ ১, হার অনুপাত হতে পারে, যেমন ঃ বছরে ৩ বার অথবা শতকরা অনুপাত হতে পারে, যেমনঃ ২০%, ২৫% ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ অনুপাত দুটি বিষয়ের তুলনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

- **অনুপাত বিশ্লেষণের (Ratio Analysis) সংজ্ঞা**

আমরা অনুপাতের সংজ্ঞা পূর্বে জানতে পেরেছি। বিভিন্ন ধরণের অনুপাত রয়েছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাফল্যের মাত্রা নিরূপণ করা যায়। আর এ প্রক্রিয়াই হলো অনুপাত বিশ্লেষণ। আপনি জানেন, আর্থিক বিবরণীগুলোতে যে সব দফা রয়েছে তার মধ্যে আছে পণ্য ক্রয়, পণ্য বিক্রয়, আয়-ব্যয়, লাভ-ক্ষতি, চলতি সম্পত্তি, স্থায়ী সম্পত্তি, মোট লাভ-ক্ষতি, মূলধন, দায় ইত্যাদি। এর একটির সাথে অন্যটির কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। এক দফার সাথে অন্য দফার এ কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য যখন অনুপাতকে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলা হয়। অধিকাংশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ পদ্ধতিতে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণণ করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া হলো ঃ

I.M. Pandey বলেছেল, " অনুপাত বিশ্লেষণ হলো একটি প্রক্রিয়া যা একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সফলতা ও দুর্বলতা নির্দেশ করে।"

Khan & Jain বলেন, "অনুপাত বিশ্লেষণ হলো নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুপাতের ব্যবহার যার সাহায্যে আর্থিক প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিষ্ঠানের সবলতা, দূর্বলতা, ঐতিহাসিক দক্ষতা ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা যায়।"

আই. এম. পান্ডে আরো বলেছেন, "অনুপাত বিশ্লেষণ বিপুল পরিমাণ আর্থিক তথ্যকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ এবং ফার্মের আর্থিক দক্ষতার গুণগত মান বিচার করতে সাহায্য করে।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন দফার মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তা উপস্থাপনের জন্য অনুপাতকে যখন পর্যালোচনা বা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি তূল্য মানের সাথে তুলনা করে ব্যবসার সফলতা বা ব্যর্থতার মাত্রা নিরূপণ করা হয়। এজন্য কখনও বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের একটি আদর্শ অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। যেমন ঃ চলতি অনুপাতের আদর্শ মান ২ ঃ ১। আবার কখনো ঐতিহাসিক অনুপাত বা শিল্প গড় (Historical Ratio or Industry Avrage) কে তূল্য অনুপাত হিসেবে ধরা হয়। যেমন, ২০০১ সালে নীট লাভ ছিল বিক্রয়ের ২০% এবং ২০০২ সালে হলো ২৫%। এতে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের লাভার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল।

অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যাবলী (Objectives of Ratio Analysis) ঃ

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সফলতা-ব্যর্থতার সাথে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের অনেক পক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে। যেমন, প্রতিষ্ঠানের মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, কর্মচারী, পাওনাদার, দেনাদার , সরকার, নিরীক্ষক, গবেষক প্রভৃতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা জানতে আগ্রহী থাকে। এজন্য আর্থিক বিবরণীসমূহ তথা ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব, লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব, তহবিল প্রবাহ বিবরণী, উদ্বৃত্তপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের চাহিদার আলোকে এ অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। আর্থিক বিবরণী বা অনুপাত বিশ্লেষণের মূখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নে আলোচিত হলো ঃ

১. তারল্য যাচাই ঃ- তারল্য বলতে স্বল্প মেয়াদী ঋন পরিশোধের ক্ষমতাকে বুঝায়। অনুপাত বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যবসার স্বল্প মেয়াদী ঋন পরিশোধের ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করা।

২. কর্মদক্ষতা যাচাই ঃ কর্মদক্ষতা সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সম্পদের সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক নির্ধারণ করে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা যাচাই করা যায়। অনুপাত বিশ্লেষণের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের কর্ম দক্ষতা যাচাই করা।

৩. মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই ঃ মুনাফা ব্যবসার মূল লক্ষ্য। কোন প্রতিষ্ঠান টিকে থাকার মাধ্যম হলো মুনাফার্জন। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুনাফার্জন ক্ষমতা নিরূপণ করা যায়। সুতরাং মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই এর অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য।

৪. মূলধন কাঠামো যাচাই ঃ মূলধন কাঠামো বলতে ইকুইটি, ঋণ বা এতদোভয়ের সংমিশ্রণকে বুঝায়। ঋণের সাথে ঝুঁকি জড়িত। অধিক লাভের ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ খারাপ নয়। শুধু মাত্র ইকুইটি আবার রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। মূলধন কাঠামো এজন্য একটি কাম্য সংমিশ্রণে হওয়া উচিৎ। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর কাম্যতার মাত্রা জানা যায়। তাই অনুপাত বিশ্লেষণের অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো যাচাই।

৫. দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশ্লেষণ ঃ কিছু অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্বচ্ছলতা কেমন তা জানা যায়। তাই অনুপাত বিশ্লেষণের মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্যতম হলো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশ্লেষণ।

৬. প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা যাচাই ঃ ব্যবসা একটি প্রতিযোগীতার ক্ষেত্র। শিল্প গড় বা আদর্শ মানের সাথে প্রতিষ্ঠানের অর্জিত ফলাফলের কয়েকটি অনুপাত বিশ্লেষণ করলে প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার ক্ষমতা জানা যায়। সুতরাং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা যাচাই করাও অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য।

৭. সম্পদের কাম্য ব্যবহার বিশ্লেষণ ঃ সম্পদ যত ভাল ব্যবহার হবে প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা তত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অলস সম্পদ কখনো লাভার্জনে সহায়ক নয়। কিছু অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পদ কাম্য মানে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা জানা যায়। তাই সম্পদের কাম্য ব্যবহার বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য।

৮. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই ঃ ব্যবস্থাপনা ভাল হলে প্রতিষ্ঠানের উত্তোরত্তর উন্নতি হয়। পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে ব্যবস্থাপনা সামঞ্জস্য বজায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করা।

৯. প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন ঃ মালিক, বিনিয়োগকারী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঋণদাতা প্রভৃতি পক্ষ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা জানতে চায়। অনুপাত বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মূল্যায়ণ করা যায়। অতএব, অনুপাত বিশ্লেষণের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন করা।

অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Ratio Analysis) ঃ

আপনি জানেন আর্থিক বিবরণীগুলোতে প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়, আয়-ব্যয়, মোট -নীট লাভ/ক্ষতি, চলতি ও দীর্ঘমেয়াদী দায়-দেনা, স্থায়ী ও চলতি সম্পদ, মূলধন কাঠামো ইত্যাদির প্রাথমিক ধারণা দেয়া থাকে। ব্যবসার সাথে বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ থাকে যারা ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা কারণসহ জানতে চায়। এজন্য আর্থিক বিবরণী-বিশ্লেষণ দরকার। অনুপাত বিশ্লেষণ এর অন্যতম সর্বজন প্রিয়/সার্বজনিন মাধ্যম ও ব্যবস্থাপনীয় কৌশল। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা (উন্নতি /অবনতি) জানা যায়। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো ঃ

১. ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে (To Management) ঃ- ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা জানা একান্ত দরকার যাতে উন্নত এবং সংশোধনমূলক সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এক্ষেত্রে অনুপাত বিশ্লেষণ বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে যা নিম্নে আলোচিত হলো।

ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ আর্থিক বিবরণীতে অতীত তথ্য থাকে। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অতীতের এ তথ্য থেকে কোথায় প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা তা জানা যায়। যেমন, দেখা গেল চলতি অনুপাত আদর্শ অনুপাতের চেয়ে কম। সুতরাং কাম্য মানে চলতি সম্পদ রেখে ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতে সুন্দর ব্যবস্থা নিতে পারে। সুতরাং সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়।

খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ অগ্রগতির মূল সোপন। প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা না জানলে সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা ফুটে ওঠে। এজন্য অনুপাত বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

গ. নিয়ন্ত্রণ ঃ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আদর্শ পরিমাণের সাথে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে সাহায্য করে। তাই সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ একান্ত দরকার।

ঘ. সামগ্রিক দক্ষতা যাচাই ঃ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা যাচাই করে দূর্বলতা চিহ্নিত করে সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যবস্থাপনার মূল কাজ, এতে প্রতিষ্ঠান উন্নত হয়। আর এ দক্ষতা যাচাইয়ের কাজ করে অনুপাত বিশ্লেষণ। সুতরাং সামগ্রিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

২. বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে (To the Investors) ঃ যে প্রতিষ্ঠানের লাভ অর্জন ক্ষমতা বেশী বিনিয়োগকারীরা সে প্রতিষ্ঠানের দিকে বেশী গুরুত্ব দেয়। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে লাভার্জন ক্ষমতা জানা যায়। সুতরাং বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপাত বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩. ঋণদাতাদের ক্ষেত্রে (To the Creditors) ঃ ঋণদাতারা ঋণ দানের পূর্বে প্রতিষ্ঠানে মূলধন কাঠামো ও ঋণ-মূলধন অনুপাত কেমন তা জানতে চায়। অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা ভালভাবে জানা যায়। সুতরাং ঋণদাতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপাত বিশ্লেষণ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. সরবরাহকারীদের ক্ষেত্রে (To the Suppliers) ঃ পাওনাদার ও সরবরাহকারীরা প্রতিষ্ঠানের চলতি দেনা পরিশোধের ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করে ধারে পণ্য বিক্রয় করা - না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনুপাত বিশ্লেষণ চলতি দেনা পরিশোধের ক্ষমতা আছে কি না তা জানতে সাহায্য করে। এ জন্য সরবরাহকারীদের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়।

৫. কর কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে (To Tax Authoritty) ঃ কর ধার্য করতে হলে উপার্জন ক্ষমতা যাচাই করা দরকার হয়। অনুপাতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপার্জন ক্ষমতা যাচাই করা যায়। সুতরাং কর কর্তৃপক্ষের কর ধার্যের সিদ্ধান্তের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়

৬. ব্যয় নিরূপণ ও খরচ নিয়ন্ত্রণ (Cost Determination and Cost Control) ঃ অনুপাত বিশ্লেষণ কাঁচামাল, মজুরী, উপরি খরচ ইত্যাদির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। আদর্শ খরচ ও প্রকৃত

খরচের মধ্যে তুলনা করে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিতে হয়। এ তুলনার জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ করা দরকার হয়। তাই এটার গুরুত্ব রয়েছে।

৭. আন্তঃ বিভাগ ও আন্তঃ প্রতিষ্ঠান তুলনা (Inter-Department and Inter-Firm Comparison) ঃ অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করে প্রতিটি বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য-ব্যর্থতা বা সবলতা-দূর্বলতা নির্ণয় করা যায়। আন্তঃ বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের গত বছরগুলির সাফল্যের সাথে বর্তমান বছরের সাফল্যও অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনা করা যায়। এজন্য অনুপাত বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-সংক্ষেপ

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত সম্পর্কের সংখ্যাগত পরিমাপকে অনুপাত বলে। আর কোন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীর বিভিন্ন দফার মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ধারণ, বিশ্লেষণ ও তা উপস্থাপনের জন্য অনুপাতকে যখন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলা হয়। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে। অনুপাত বিশ্লেষণের অনেক উদ্দেশ্য রয়েছে, তন্মধ্যে তারল্য যাচাই, কর্মদক্ষতা যাচাই, মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই, মূলধন কাঠামো যাচাই, দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা যাচাই, প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার ক্ষমতা যাচাই এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থা মূল্যায়ন অন্যতম। ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে, বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনে, ঋণদাতাদের প্রয়োজনে, সরবরাহকারীদের প্রয়োজনে, কর কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে ব্যয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে এবং আন্তঃবিভাগ ও প্রতিষ্ঠান তুলনার জন্য অনুপাত বিশ্লেষণ একান্ত দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন উত্তরটি সঠিক?
   ক. দুটি বিষয়ের সম্পর্কের পরিমাপকে অনুপাত বলে;
   খ. দুটি বিষয়ের ভাগফলকে অনুপাত বলে;
   গ. পরস্পর প্রাসঙ্গিক দুটি বিষয়ের মধ্যেকার সম্পর্কের সংখ্যাত্মক পরিমাপকে অনুপাত বলে;
   ঘ. অনুপাত একটি ডলার পরিমাপের তুলনা।

২. কোন উত্তরটি সঠিক?
   ক. আয়-ব্যয়ের কার্যকারণ সম্পর্ককে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে;
   খ. আর্থিক বিবরণীর এক দফার সাথে অন্য দফার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও ব্যাখ্যায় অনুপাতের ব্যবহারকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে;
   গ. প্রতিষ্ঠানের সফলতা-ব্যর্থতা নির্দেশ করাকে অনুপাত বলে;
   ঘ. আর্থিক বিবরণী ব্যাখ্যা করাকে অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।

৩. কোনটি অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নয়?
   ক. কর্মদক্ষতা যাচাই;
   খ. মূলধন কাঠামো যাচাই;
   গ. মালিকদের সম্পর্ক যাচাই;
   ঘ. মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই।

৪. কোনটি অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার আওতায় পড়ে না?
   ক. দেনা-পাওনা নির্ণয়;
   খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
   গ. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ;
   ঘ. আন্তঃ বিভাগ তুলনা।

পাঠ-২ ঃ তারল্য অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
(Liquidity Ratios & Their Interpretions)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- ☞ তারল্য অনুপাত কাকে বলে তা লিখতে পারবেন
- ☞ তারল্য অনুপাতগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ তারল্য অনুপাতের সংজ্ঞা (Definition of liquity Ratio)

একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার দৈনন্দিন কার্য স্বচ্ছলভাবে আঞ্জাম দিতে পারছে কিনা, স্বল্প মেয়াদী পাওনা-পরিশোধে সক্ষম কিনা ইত্যাদি স্বল্প মেয়াদী পাওনাদাররা জানতে আগ্রহী থাকে। সুতরাং স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য যে অনুপাতের ব্যবহার হয় তাকে তারল্য অনুপাত বলে। একটি প্রতিষ্ঠান তার স্বল্পমেয়াদী দায়-দেনা যথাসময়ে পরিশোধ করতে সক্ষম কিনা তা তারল্য অবস্থা থেকে অবগত হওয়া যায়। এটার অর্থ এই নয় যে তারল্য অনুপাতগুলো আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশী হলেই যে ফার্মের অবস্থা ভাল তা বলা যাবে না। কারণ স্বল্পমেয়াদী বা চলতি সম্পদ এত বেশী রাখা ঠিক নয় যাতে সম্পদ অলস পড়ে থাকে। আবার স্থায়ী সম্পত্তিতে অতিমাত্রায় বিনিয়োগও বিপদজনক। তাই তারল্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কাম্য উপার্জন এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। তারল্য পরিমাপের জন্য মূলতঃ ৩টি অনুপাতের ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে তাদের আলোচনা করা হবে।

◆ তারল্য অনুপাতগুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা (Liquidity Ratios and its Interpretations)

তারল্য অনুপাতগুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ ক্ষমতা যাচাই করা যায়। নিম্নে অনুপাতগুলোর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হলো ঃ

১. চলতি অনুপাত(Current Ratio) ঃ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কিছু চলতি সম্পদ থাকে, যেমন ঃ নগদ জমা, ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত, স্বল্পমেয়াদী সিকিউরিটি, মজুদ মাল, অগ্রিম খরচ, দেনাদার, প্রাপ্য বিল ইত্যাদি এবং কিছু চলতি দায় থাকে, যেমন ঃ বিবিধ পাওনাদার, প্রদেয় বিল, স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ, ব্যাংক ওভারড্রাফট, বকেয়া খরচ, ঘোষণা দেয়া ডিভিডেন্ড, আয়কর সঞ্চিতি ইত্যাদি। চলতি সম্পদ ও দায় বলতে যে সমস্ত সম্পদ ১ বছরের মধ্যে সুবিধা প্রদান করে এবং যে সব দায় ১ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় এমন সম্পদও দায়কে বুঝায়। চলতি সম্পদগুলোর যোগফলকে চলতি দায়গুলোর যোগফল দ্বারা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে চলতি অনুপাত বলে। যেমন ঃ ধরুন একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ তহবিল আছে ১,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক উদ্বৃত্ত আছে ২,০০,০০০ টাকা , মজুদ পণ্য আচে ১,০০,০০০ টাকা এবং বিবিধ দেনাদার আছে ১,০০,০০০ টাকা। অন্যদিকে, বিবিধ পাওনাদার আছে ৫০,০০০ টাকা প্রদেয় বিল আছে ১,০০,০০০ টাকা, ব্যাংক ঋণ আছে ৫০,০০০ টাকা এবং বকেয়া খরচ আছে ২৫,০০০ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে মোট চলতি সম্পদ আছে ৫,০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায় আছে ২,২৫,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{চলতি অনুপাত হবে} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$$

$$= \frac{৫,০০,০০০}{২,২৫,০০০}$$

$$= ২.২২ : ১$$

ব্যাখ্যা ঃ চলতি অনুপাত দ্বারা চলতি সম্পদ দিয়ে চলতি দায় মেটানোর ক্ষমতা আছে কিনা তা নির্দেশ করে। ইহা প্রতিষ্ঠানের স্বল্প মেয়াদী স্বচ্ছলতার প্রতীক। চলতি অনুপাত যত বেশী হবে ততই প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী স্বচ্ছলতা বেশী আছে বলে ধরা হবে। সাধারণত, ২ঃ১ কে চলতি অনুপাতের আদর্শ অনুপাত হিসেবে ধরা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে শিল্প গড় বা আন্তঃ প্রতিষ্ঠানের জন্য অন্য তূল্য অনুপাতও নির্ধারিত থাকতে পারে। চলতি সম্পদ সব নগদে থাকে না কিন্তু চলতি দায় চাহিবা মাত্র বা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে হয়। এজন্য চলতি দায়ের চেয়ে সম্পদ বেশী রাখতে হয়, যাতে তা দ্রুত নগদে রূপান্তর করে দায় পরিশোধ করে দৈনন্দিন কাজও চালানো যায়। অত্যাধিক চলতি সম্পদ রাখা কিন্তু ঠিক নয়,

কারণ এতে সম্পদ অলস থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এর স্বল্পতাও প্রতিষ্ঠানকে স্থবির করে ফেলতে পারে। এজন্য কাম্য পর্যায়ে এর ব্যবহার করতে হবে। ব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল বলা যায়।

২. ত্বড়িত/দ্রুত/এসিড টেস্ট অনুপাত (Quick or Acid Test Ratio) ঃ আপনি জানেন, সব চলতি সম্পদ চলতি দায় পরিশোধে সমান সাড়া দিতে পারে না। যেমন, নগদ ও ব্যাংক জমা যত দ্রুত দায় পরিশোধে সক্ষম, মজুদ পণ্য অত দ্রুত দায় পরিশোধে সক্ষম সম্পদ নয়। এমনিভাবে কিছু সম্পত্তি আছে যা চলতি সম্পদ হলেও তা নগদে রূপান্তর করতে সময় লাগে এবং একটি প্রক্রিয়া শেষ করে নগদে রূপান্তরিত হয়। এজন্য আর্থিক বিশ্লেষকর স্বল্প মেয়াদী স্বচ্ছলতা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার জন্য যে অনুপাতকে ব্যবহার করেছেন তাকে দ্রুত অনুপাত বলে। এ ক্ষেত্রে চলতি সম্পদ থেকে মজুদ পণ্য ও অগ্রীম খরচ বাদ দেয়া হয়। এ বিয়োগফলকে ত্বড়িত বা তরল সম্পদ বলা হয় (Liqued Asset)। সাধারণতঃ তড়িত সম্পদকে চলতি দায় দ্বারা ভাগ করে দ্রুত অনুপাত বের করা হয়। তবে কেউ কেউ চলতি দায়ের মধ্যে ব্যাংক জমাতিরিক্ত বা Overdraft অত দ্রুত পরিশোধযোগ্য দায় নয় বলে ধরে চলতি দায় থেকে একে বিয়োগ করে তড়িত দায় নাম দিয়েছেন। আর তড়িত সম্পদকে তড়িত দায় দিয়ে ভাগ করে তড়িত/দ্রুত অনুপাত বের করেছেন। যেমন ঃ ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্তপত্রে নগদ তহবিল আছে ১,৫০,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত আছে ২,০০,০০০ টাকা, মজুদ পণ্য আছে ১,০০,০০০ টাকা এবং অগ্রীম খরচ আছে ৫০,০০০টাকা। অন্যদিকে পাওনাদার আছে ১,০০,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল আছে ২,০০,০০০টাকা, ব্যাংক ওভারড্রাফট আছে ৫০,০০০টাকা, এখানে চলতি সম্পদ আছে ৫,০০,০০০ টাকা এবং চলতি দায় আছে ৩,৫০,০০০ টাকা। কিন্তু তড়িত সম্পদ আছে (৫,০০,০০০-১,৫০,০০০) টাকা= ৩,৫০,০০০টাকা এবং তড়িত দায় আছে (৩,৫০,০০০-৫০,০০০)টাকা=৩,০০,০০০টাকা।

$$\therefore \text{দ্রত অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ - (মজুদ পণ্য + অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায় বা তড়িত দায়}}$$

$$= \frac{৫,০০,০০০ - (১,০০,০০০+৫০,০০০)}{৩,৫০,০০০ \text{ অথবা } (৩,৫০,০০০ - ৫০,০০০)}$$

$$= \frac{৩,৫০,০০০}{৩,৫০,০০০} \text{ অথবা } \frac{৩,৫০,০০০}{৩,৫০,০০০} = ১:১ \text{ বা } ১.১৭:১$$

$$\text{এখানে দ্রুত অনুপাত} = \frac{\text{তড়িত সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} \text{ বা } \frac{\text{তড়িত সম্পদ}}{\text{তড়িত দায়}}$$

ব্যাখ্যা ঃ দ্রুত অনুপাত তারল্য নির্ণয়ে বা স্বল্পমেয়াদী স্বচ্ছলতা প্রকাশের একটি কঠোর মাধ্যম। এক্ষেত্রে যে সব সম্পদ চলতি দায় পরিশোধে দ্রুত সাড়া দিতে পারে সেগুলোকে ব্যবহার করা হয। এ অনুপাত দ্বারা ১টাকা চলতি বা দ্রুত দায়ে বিপরীতে কত টাকার দ্রুত/তড়িত সম্পদ আছে তা নির্দেশ করে। এর একটি সুফল হলো, এর মাধ্যমে চলতি সম্পদে বেশী টাকার মজুদ পণ্য আটক রেখে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল দেখানোর প্রবণতা দূর হয় । দ্রুত অনুপাত ১ঃ১ কে আদর্শ অনুপাত হিসেবে ধরা হয়। তবে এক্ষেত্রেও শিল্পগড় বা অন্য অনুপাতকে তূল্য হিসাবে ধরার ব্যবস্থা থাকতে পারে। ব্যাখোয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল।

৩. চলতি মূলধন বা কার্যকরী মূলধন অনুপাত (Working Capital Ratio) ঃ ব্যবসার চলতি বা কার্যকরী মূলধনের সাথে চলতি দায়ের সম্পর্ককে চলতি মূলধন অনুপাত বলে। চলতি মূলধন বলতে চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝায়। চলতি মূলধন দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা আনয়ন কলে। পূর্বের উদাহরণ থেকে পাই,

$$\text{চলতি মূলধন অনুপাত (কার্যকরী মূলধন)} = \frac{\text{চলতি সম্পদ - চলতি দায়}}{\text{চলতি দায়}}$$

$$= \frac{\text{চলতি মূলধন}}{\text{চলতি দায়}}$$

$$= \frac{৫,০০,০০০ - ৩,৫০,০০০}{৩,৫০,০০০}$$

$$= \frac{১,৫০,০০০}{৩,৫০,০০০}$$

= ০.৪৩ : ১

ব্যাখ্যা ঃ চলতি মূলধন অনুপাত প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এ অনুপাতের উচ্চ হার অলস তহবিল নির্দেশ করে এবং নিম্নহার তারল্য সংকট নির্দেশ করে।
চলতি মূলধন অনুপাত ১ঃ১ কে আদর্শ অনুপাত হিসেবে ধরা হয়। তবে এক্ষেত্রেও শিল্প গড় অন্য তূল্য গড় থাকতে পারে। উদাহরণের প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে তারল্য সংকটে আছে বলে মনে হয়।

উদাহরণ - ১
জাওয়াদ এন্ড কোং লিঃ এর নিম্নোক্ত আর্থিক বিবরণী থেকে চলতি, দ্রুত এবং কার্যকরী মূলধন অনুপাত নির্ণয় করুন এবং এর উপর মন্তব্য লিখুন।

উদ্বৃত্তপত্র
৩১ ডিসেম্বর ২০০২

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
শেয়ার মূলধন	৬,০০,০০০	স্থায়ী সম্পত্তি	৭,০০,০০০
সঞ্চিতি	২,০০,০০০	মজুদ পণ্য	১,৬০,০০০
১০% ঋণপত্র	১,০০,০০০	বিবিধ দেনাদার	১,২০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১,০০,০০০	নগদ জমা	৪০,০০০
লাভ-ক্ষতি হিসাব (নীট লাভ)	৫০,০০০	ব্যাংক উদ্বৃত্ত	৩০,০০০
	১০,,৫০,০০০		১০,,৫০,০০০

সমাধান - ১
জাওয়াদ এন্ড কোং লিঃ এর চলতি সম্পদ =

মজুদ পণ্য = ৬০,০০০ টাকা
বিবিধ দেনাদার = ২০,০০০ টাকা
নগদ জমা = ৪০,০০০ টাকা
ব্যাংক জমা = ৩০,০০০ টাকা
৩,৫০,০০০ টাকা

উক্ত কোং এর চলতি দায় = বিবিধ পাওনাদার = ১,০০,০০০ টাকা।

∴ জাওয়াদ এন্ড কোং এর -

$$(১) \text{ চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৩,৫০,০০০}{১,০০,০০০} = ৩৫:১$$

ব্যাখ্যা ঃ জাওয়াদ এন্ড কোং এর চলতি অনুপাত ৩.৫ঃ১। যেহেতু চলতি অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত হলো ২ঃ১। সুতরাং এ কোম্পানীর স্বল্প মেয়াদী পাওনা পরিশোধের ক্ষমতা সন্তোষজনক। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল বলে প্রতিয়মান হলো।

$$(২) \text{ দ্রুত অনুপাত} = \frac{\text{ত্বড়িত সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{\text{চলতি সম্পদ - মজুদ পণ্য - অগ্রিম খরচ}}{\text{চলতি দায়}}$$

$$= \frac{৩,৫০,০০০-১,৬০,০০০}{১,০০,০০০} = \frac{১,৯০,০০০}{১,০০,০০০} = ১.৯:১$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা কোম্পানীর তারল্য অবস্থা ভাল বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। দ্রুত অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত ১ঃ১। সুতরাং এ কোম্পানীর অতি জরুরী (Most immediate) দায় মেটানোর ক্ষমতা সুন্দর এবং আর্থিক অবস্থা ভাল।

(৩) কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ - চলতি দায়}}{\text{চলতি দায়}}$

$= \frac{৩,৫০,০০০-১,০০,০০০}{১,০০,০০০}$

$= \frac{৩,৫০,০০০-১,০০,০০০}{১,০০,০০০}$

$= \frac{২,৫০,০০০}{১.০০.০০০}$

$= ২.৫:১$

ব্যাখ্যা ঃ- এ কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ক্ষমতা ভাল। কারণ কার্যকরী মূলধন অনুপাতের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত ১ ঃ ১ এবং নির্ণিত অনুপাত ২.৫ ঃ ১। সুতরাং অত্র কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল কিন্তু অলস অর্থ পড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য যে অনুপাতের ব্যবহার করা হয় তাকে তারল্য অনুপাত বলে। এজন্য মূলতঃ তিনটি অনুপাত ব্যবহার করা হয়, যথাঃ চলতি, দ্রুত ও কার্যকরী মূলধন অনুপাত। চলতি অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের চলতি সম্পদ দিয়ে চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ২ঃ১। দ্রুত অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের জরুরী ও তাৎক্ষণিক দায় পরিশোধের ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ১ঃ১। কার্যকরী মূলধন অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য পরিচালন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। এসবের উচ্চ হার ভাল এবং নিম্নহার খারাপ অবস্থা নির্দেশ করে। কিন্তু অতি উচ্চ ও অতি নিম্নহার বিপজ্জনক। কারণ অতি উচ্চ হার প্রতিষ্ঠানের অলস অর্থ পড়ে থাকা নির্দেশ করে এবং অতি নিম্নহার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য যে অনুপাতের ব্যবহার হয় তাকে —— বলে।
ক. তারল্য অনুপাত; খ. অনুপাত বিশ্লেষণ; গ. চলতি অনুপাত; ঘ. কার্যকরী মূলধন অনুপাত।

২. চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের অনুপাত কে কি বলে?
ক. তারল্য অনুপাত; খ. চলতি অনুপাত গ. দ্রুত অনুপাত; ঘ. চলতি মূলধন অনুপাত।

৩. দ্রুত সম্পদ ও দ্রুত/চলতি দায়ের অনুপাতকে —— বলে।
ক. ত্বড়িত অনুপাত; খ. চলতি অনুপাত; গ.মূলধন অনুপাত; ঘ. তারল্য অনুপাত।

৪. কার্যকরী মূলধন ও চলতি দায়ের অনুপাতকে —— বলে।
ক. চলতি অনুপাত; খ. চলতি দায় অনুপাত; গ. এসিড টেস্ট অনুপাত; ঘ.চলতি মূলধন অনুপাত।

৫. তারল্য অনুপাতের অতি উচ্চ হার কি নির্দেশ করে?
ক. স্বচ্ছলতা; খ. স্বল্পতা; গ.অলস সম্পদ; ঘ.ভাল অবস্থা

৬. তারল্য অনুপাতের অতি নিম্ন হার কি নির্দেশ করে?
ক. স্বচ্ছলতা; খ. আর্থিক সংকট; গ.অলস সম্পদ; ঘ. ভাল অবস্থা।

পাঠ – ৩ ঃ লভ্যাংশ অনুপাত ও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
(Profitability Ratios & its Interpretations)

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি

- ☞ লভ্যাংশ অনুপাতের সংজ্ঞা ও বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ লভ্যাংশ অনুপাতগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ লভ্যাংশ অনুপাতসমূহ (Profitability Ratios)

মুনাফা একটি প্রতিষ্ঠানের রক্তের মত কাজ করে। মুনাফা একটি প্রতিষ্ঠানকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। ক্রমাগত লোকসান প্রতিষ্ঠানকে অবসায়নের দিকে নিয়ে যায়। এ জন্য পাওনাদার, মালিক, কর্মীরা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা জানতে আগ্রহী থাকেন। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব এবং প্রবৃদ্ধির জন্য মুনাফা অত্যন্ত জরুরী। মুনাফা অর্জনের সাথে ব্যবস্থাপনীয় দক্ষতাও জড়িত। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হয়। সুতরাং যে সব অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করা যায় তাদেরকে লভ্যাংশ অনুপাত বলে। তবে দুটি দিক থেকে মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। মুনাফাকে বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত করে এবং মুনাফাকে বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত করে। বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত অনুপাতগুলোর মধ্যে আছে, মোট মুনাফা অনুপাত, নীট মুনাফা অনুপাত এবং পরিচালন অনুপাত। এবং বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত অনুপাতের মধ্যে রয়েছে, সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত, ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত এবং শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত।

- **লভ্যাংশ অনুপাত সমূহের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (Profitability Ratios and Their Interpretations)**

১. মোট মুনাফা অনুপাত (Gross profit Ratio)

মোট লাভের সাথে নীট বিক্রয়ের সম্পর্ককে মোট মুনাফা অনুপাত বলা হয়। এ অনুপাত বিক্রয়ের উপর মোট মুনাফার শতকরা হার নির্দেশ করে। অর্থাৎ বিক্রয়ের শতকরা কত ভাগ মোট লাভ হলো তা এ অনুপাত দ্বারা বুঝা যায়। মোট লাভ বেশী হলে নীট লাভও বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি অন্যান্য খরচ নিয়ন্ত্রিত থাকে। এ অনুপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় নীতিও উৎপাদন বিভাগের দক্ষতা যাচাই করা হয়। ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের মোট লাভ ২,৫০,০০০ টাকা এবং নীট বিক্রয় ১২,৫০,০০০ টাকা ছিল। ∴ এ প্রতিষ্ঠানের

$$\text{মোট মুনাফা অনুপাত} = \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$$

$$= \frac{২,৫০,০০০}{১২,৫০,০০০} \times ১০০$$

$$= ২০\%$$

[দ্রষ্টব্য ঃ মোট লাভ = বিক্রয়-বিক্রীত পণ্যের ব্যয়]

ব্যাখ্যা ঃ মোট মুনাফা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় নীতি ও উৎপাদন বিভাগের কর্ম দক্ষতা যাচাইয়ের বিক্রয়নীতি ও উৎপাদন বিভাগের কর্ম দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। নির্ণীত অনুপাত ২০%। মোট মুনাফা অনুপাতের আদর্শ অনুপাত সাধারণতঃ ২০% থেকে ৩০% পর্যন্ত ধরা হয় (এক্ষেত্রেও শিল্প গড় বা অন্য কোন তূল্য অনুপাত থাকতে পারে)। ব্যাখ্যেয় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় নীট মোটামোটি ভাল এবং উৎপাদন বিভাগের দক্ষতাও ভাল বলা যায়। তবে এক্ষেত্রে উচ্চহার কাম্য।

২. নীট মুনাফা অনুপাত (Net Profit Ratio) ঃ নীট লাভ ও নীট বিক্রয়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে নীট লাভ অনুপাত বলে। মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য মোট লাভ অর্থবহ নাও হতে পারে যদি অন্যান্য পরিচালনা খরচ বেশী হয়। তাই নীট লাভ অনুপাতই সঠিক মুনাফার্জন ক্ষমতা প্রকাশ করে। এজন্য মোট লাভ অনুপাত নির্ণয়েরর পর শেয়ার হোল্ডার, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদাতারা প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফার হার জানতে আগ্রহী হয়। এ অনুপাত নির্ণয়ের সূত্র হল-

$$\text{নীট মুনাফা অনুপাত} = \frac{\text{নীট লাভ (কর পরবর্তী)}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$$

মনেকরুন, পূর্বের মোট লাভের থেকে প্রশাসনিক ও বণ্টন ব্যয় ও কর বাবদ যথাক্রমে ১,০০,০০০ টাকা এবং ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করা হলো। নীট মুনাফা অনুপাত কত হবে?

নীট মুনাফা = মোট মুনাফা - (প্রশাসনিক ও বণ্টন ব্যয় ও কর)

= ২,৫০,০০০-(১,০০,০০০+৫০,০০০)

= ২,৫০,০০০-১,৫০,০০০

= ১,০০,০০০ টাকা

$$\therefore \text{নীট মুনাফা অনুপাত} = \frac{\text{নীট লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$$

$$= \frac{১,০০,০০০}{১২,৫০,০০০} \times ১০০ = ৮\%$$

ব্যাখ্যা ঃ নীট মুনাফা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের দক্ষতা যাচাই করে। নির্ণীত অনুপাত ৮%। নীট মুনাফা অনুপাতের আদর্শ অনুপাত হলো ৫% থেকে ১০% (এক্ষেত্রেও শিল্প গড় বা অন্য তূল্য অনুপাত থাকতে পারে)। সুতরাং ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা ভাল এবং প্রশাসনিক ও বণ্টন বিভাগের দক্ষতাও ভাল বলা যায়। এক্ষেত্রে উচ্চহার কাম্য।

৩. পরিচালন অনুপাত (Operating Ratio) ঃ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এবং প্রশাসনিক ও বিপণন ব্যয়ের সমষ্টি হল পরিচালন ব্যয়। পরিচালন ব্যয় ও নীট বিক্রয়ের ভাগফলকে পরিচালন অনুপাত বলে। যেমন ঃ

$$\text{পরিচালন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + অন্যান্য পরিচালন ব্যয়}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$$

এর আদর্শ অনুপাত হলো ৮০% থেকে ৯০%। পরিচালন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ অনুপাত নির্ণয় করা হয। ধরুন,

বিক্রয় - ১,০০,০০০ টাকা

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় - ৫০,০০০ টাকা

প্রশাসনিক ব্যয় - ১০,০০০ টাকা

বিপণন ব্যয় - ২০,০০০ টাকা

$$\text{পরিচালন অনুপাত} = \frac{৫০,০০০ + ১০,০০০ + ২০,০০০}{১,০০,০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{৮০,০০০}{১,০০,০০} \times ১০০$$

$$= ৮০\%$$

ব্যাখ্যা ঃ নির্ণীত অনুপাত ৮০%। সুতরাং নীট মুনাফা বা পরিচালন মুনাফা ১০০%-৮০%=২০%। এ থেকে বুঝা যায় বিক্রি থেকে পরিচালন ব্যয় ৮০% উদ্ধার হয়েছে। যেহেতু এর আদর্শ অনুপাত ৮০%-৯০%।

অতএব, বলা যায়, ফার্মের পরিচালন দক্ষতা ভাল। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাও ভাল বলে প্রতিয়মান হলো।

৪. সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত (Return on Assets Ratio) ঃ কর বাদ নীট মুনাফাও মোট সম্পত্তির সম্পর্ককে এ অনুপাত বলা হয়। এর মাধ্যমে মোট সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়।

সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\text{সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত} = \frac{\text{কর-বাদ নীট}}{\text{মোট সম্পত্তি}} \times ১০০$$

উচ্চহার এক্ষেত্রে কাম্য।

ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের নীট মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা এবং মোট সম্পত্তি আছে ১২,০০,০০০ টাকা।

সুতরাং সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{২,০০,০০০}{১২,০০,০০০} \times ১০০$

$= ১৬.৬৭\%$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা মোট সম্পদ নিয়োগ করে কত ভাগ মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা বুঝা যায়। প্রতিষ্ঠানটি ১৬.৬৭% মুনাফা অর্জন করেছে যা সন্তোষজনক বলে প্রতিয়মান হয়। প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার্জন ক্ষমতা ভাল।

৫. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত (Return on Capital Employed / ROCE Ratio) ঃ

বিনিয়োজিত মূলধনের মাধ্যমে কত মুনাফার্জন সম্ভব হয়েছে তা যাচাই করার জন্য এ অনুপাত নির্ণয় করা হয়। নীট মুনাফাকে বিনিয়োজিত মূলধন দ্বারা ভাগ করে এ অনুপাত বের করা হয়। মুনাফার্জন ক্ষমতা নির্ণয়ের একটি উত্তম অনুপাত এটি। বিনিয়োজিত মূলধন বলতে মোট ইকুইটি ও মোট দীর্ঘমেয়াদী ঋণের যোগফলকে বুঝায়। এক্ষেত্রে উচ্চহার কাম্য। এটা কোন কোম্পানীর সাফল্য বা ব্যর্থতা চিহ্নিত করে। এর উপর বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। এর আদর্শ অনুপাত ১৮% ধরা হয়।

সূত্র ঃ

বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

এ ক্ষেত্রেও উচ্চহার কাম্য।

মনে করুন, একটি কোম্পানীর ইকুইটি ২০,০০,০০০ টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানী তার হিসাব সনে ৬,০০,০০০ টাকা নীট মুনাফার্জন করেছে।

$\therefore$ বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{৬,০০,০০০}{৩০,০০,০০০} \times ১০০$

$= ২০\%$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা বিনিয়োগকৃত মূলধনের মাধ্যমে মুনাফার্জন ক্ষমতা কেমন তা যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ১৮%। নির্ণীত অনুপাত = ২০%। সুতরাং কোম্পানীর মুনাফার্জন ক্ষমতা সন্তোষজনক এবং কোম্পানীর অবস্থা ভাল বলা যায়।

৬. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত (Return on Equity Ratio)

শেয়ার হোল্ডারদের বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে মুনাফার একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ইকুইটির মাধ্যমে গৃহীত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না তা জানার জন্য এ অনুপাত ব্যবহৃত হয়। এর সূত্র নিম্নরূপ ঃ

ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}} \times ১০০$

এ অনুপাতের উচ্চহার কাম্য। নীট মুনাফার যে অংশের উপর বাইরের কারো কোন দাবী থাকে না সে মুনাফা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হলো ঃ

ধরুন, কোন প্রতিষ্ঠানের করবাদ নীট মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা, ইকুইটি শেয়ার মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা;

$\therefore$ ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{২,০০,০০০}{৪,০০,০০০} \times ১০০$

$= ৫০\%$

ব্যাখ্যা ঃ ইকুইটি বা শেয়ারের মাধ্যমে অর্জিত তহবিলের ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে কিনা তা যাছাই করা এবং সাথে সাথে মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য এ অনুপাত ব্যবহার করা হয। এ প্রতিষ্ঠানের এ অনুপাত ৫০%। সুতরাং এক্ষেত্রে শেয়ার মূলধন ভাল ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা ভাল বলা যায়।

৭. শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত (Earning per Share Ratio) :
প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে কত টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা জানার জন্য এ অনুপাত ব্যবহার করা হয়। এর সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত} = \frac{\text{মোট লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার সংখ্যা}}$$

মনেকরুন, শেয়ার মূল্য = ১০০ টাকা। মোট লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে ১,২০,০০০ টাকা এবং শেয়ার সংখ্যা = ৬,০০০।

$$\text{সুতরাং শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত} = \frac{১,২০,০০০}{৬,০০০} = ২০ \text{ টাকা}।$$

ব্যাখ্যা ঃ শেয়ার হোল্ডার ও সম্ভাব্য শেয়ার ক্রেতাদের কাছে এ অনুপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শেয়ার প্রতি ২০ টাকা লভ্যাংশ প্রাপ্তি সন্তোষজনক বলা যায়। ব্যবস্থাপনা দক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা ভাল বলে প্রতিয়মান হলো।

৮. শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত (Price Earning Ratio) ঃ এ অনুপাত শেয়ারপ্রতি মুনাফা অর্জন ক্ষমতা এবং শেয়ারের বাজার দরের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় করে। এতে বিনিয়োগকারীরা জানতে পারেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি লাভ ও তার বাজার মূল্যের মধ্যেকার সম্পর্ক কেমন? এর সূত্র নিম্নরূপঃ

$$\text{শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত} = \frac{\text{প্রতিটি শেয়ারের মূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন}}$$

এক্ষেত্রে উচ্চ অনুপাত কাম্য। যেমন, পূর্বের উদাহরণের ক্ষেত্রে,

$$\text{শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত} = \frac{১০০}{২০}$$

$$= ৫$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন ক্ষমতা এবং শেয়ারের বাজার দরের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় করে। এ ক্ষেত্রে উচ্চ হার কাম্য। প্রতিষ্ঠানটির লভ্যাংশ অর্জন ক্ষমতা ২০% এবং শেয়ার মূল্যের সাথে এর সম্পর্ক ৫।
∴প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা ভাল বলে মনে হয়না কিন্তু ব্যবস্থাপনার মুনাফার্জন দক্ষতা ভাল। কারণ মুনাফার সাথে সাথে শেয়ারের মূল্য না বাড়লে প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জিত হয় না।

পাঠ সংক্ষেপ

পাওনাদার, মালিক, কর্মী ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা জানতে আগ্রহী থাকেন। যে সব অনপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা ও মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করা হয় তাকে লভ্যাংশ অনুপাত বলে। এখানে বিক্রয় ও বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত করে যথাক্রমে ৩টি ও ৫টি অনুপাত অর্থাৎ মোট ৮টি অনুপাতের আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অনুপাতগুলি হচ্ছে, মোট মুনাফা অনুপাত, নীট মুনাফা অনুপাত, পরিচালন অনুপাত, সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত, ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত এবং শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত।

পাঠোত্তর মুল্যায়ন ঃ ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে ঠিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নীচের কোন উত্তরটি সঠিক?

ক. যে অনুপাত মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয় তাকে লভ্যাংশ অনুপাত বলে;
খ. মুনাফার্জন ক্ষমতা পরিমাপক অনুপাতকে পরিচালন অনুপাত বলে;
গ. লভ্যাংশ অনুপাত বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত;
ঘ. লভ্যাংশ অনুপাত বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত।

২. কোন উত্তরটি সঠিক নয়?

ক. মোট লাভ = বিক্রয় -বিক্রীত পণ্যের ব্যয়;
খ. নীট লাভ = মোট লাভ - প্রশাসনিক ও বিপণন ব্যয়;
গ. মুনাফার্জন ক্ষমতা নিম্ন থাকা ভাল;
ঘ. শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাতের নিম্নহার কাম্য।

৩. নীট মুনাফার সাথে বিক্রয়ের অনুপাত কে কি বলে?

ক. মোট মুনাফা অনুপাত;
খ. নীট মুনাফা অনুপাত;
গ. পরিচালনা অনুপাত;
ঘ. মুনাফার্জন অনুপাত।

৪. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত কি জন্য নির্ণয় করে?

ক. বিনিয়োজিত মূলধনের মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করতে;
খ. শেয়ার প্রতি মুনাফার হার জানতে;
গ. শেয়ারের বাজার মূল্যের অবস্থা যাচাই করতে;
ঘ. ইকুইটি তহবিলের যথাযথ ব্যবহার যাচাই করতে।

পাঠ – ৪ ঃ কর্ম তৎপরতা অনুপাতসমূহ ও এদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ
(Activtity Ratios and their Interpretations)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- ☞ কর্মতৎপরতা অনুপাতের বর্ণনা দিতে পারবেন
- ☞ কর্মতৎপরতা অনুপাতগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ কর্মতৎপরতা অনুপাতসমূহ (Activity Ratios)

কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ম তৎপরতা বা কার্যাবলীর অবস্থা মূল্যায়ণের জন্য যে অনুপাতগুলি ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কর্মতৎপরতা অনুপাত বলে। এ ক্ষেত্রে বিক্রিত পণ্যের ব্যয়, মজুদ, দেনাদার ইত্যাদির সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। বিক্রয় যত বেশী হয় লাভ তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ অনুপাতগুলি প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়। সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা যত দক্ষ হয় প্রতিষ্ঠানের বিক্রী ততবেশী হয়। ফলে মুনাফাও বৃদ্ধি পায়। অতএব, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা তথা সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে অনুপাতগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলোই কর্মতৎপরতা অনুপাত। নিম্নে এদের আলোচনা করা হলো।

- **কর্মতৎপরতা অনুপাতগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (Interpretions of Activity Ratios)**

১. মজুদ আবর্তন অনুপাত (Inventory Turn over Ratio) ঃ-

এ অনুপাত বিক্রীত পণ্যের ব্যয়কে গড় মজুদ দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। ইহা একটি প্রতিষ্ঠানের মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাই করে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতবার মজুদ পণ্য বিক্রয়ে পরিণত হতে পারে তা এ অনুপাতের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়। সময়মত বিক্রি হলে লাভ বেশীও দ্রুত হয় যা মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতার পরিচায়ক। এ অনুপাতের সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$$

$$\text{গড় মজুদ} = \frac{\text{প্রারম্ভিক মজুদ} + \text{সমাপনী মজুদ}}{২}$$

এ অনুপাতে উচ্চহার কাম্য। আমরা জানি, উৎপাদন ব্যয়ের সাথে প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করেও সমাপনী মজুদ বিয়োগ করে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করা হয়। যদি এসব না পাওয়া যায় তাহলে নিম্নের সূত্রের সাহায্য নিতে হয়।

$$\text{মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{সমাপনী মজুদ}} \text{ (বার/গুণ)}$$

মনেকরুন, একটি প্রতিষ্ঠান ১,০০,০০০ ইউনিট দ্রব্য বিক্রি করেছে। এর উৎপাদন ব্যয় ২,০০,০০০ টাকা। প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ছিল ৫০,০০০ টাকার এবং সমাপনী মজুদ ছিল ৫০,০০০ টাকার।

∴ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় হয়েছিল =

উৎপাদন ব্যয় =	২,০০,০০০ টাকা
+> প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য =	৫০,০০০ টাকা
	২,৫০,০০০ টাকা
-> সমাপনী মজুদ =	৫০,০০০ টাকা
	২,০০,০০০ টাকা

$$\text{গড় মজুদ} = \frac{৫০,০০০ + ৫০,০০০}{২} = \frac{১,০০,০০০}{২} = ৫০,০০০ \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$$

$$= \frac{২,০০,০০০}{৫০,০০০}$$

= ৪ বার।

ব্যাখ্যা ঃ মজুদ আবর্তন অনুপাত মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়। এর আদর্শ অনুপাত = ৮ বার/গুণ। নির্ণীত অনুপাত ৪ বার/গুণ (এক্ষেত্রে শিল্প গড় বা অন্য অনুপাতের ব্যবহার হতে পারে)। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের মজুদের গতি অত্যন্ত মন্থর। মজুদও বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। মজুদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনাকে আরো দূরদর্শী হতে হবে।

২. দেনাদার আবর্তন অনুপাত (Debtors Turnover Ratio) ঃ এ অনুপাত দেনাদারদের থেকে পাওনা আদায়ের গতি নির্ণয়ের জন্য বের করা হয়। দেনাদাররা কত দ্রুত তাঁদের দেনা পরিশোধ করেন তা এ অনুপাতের সাহায্যে জানানো যায়।

এ অনুপাতের সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{দেনাদার আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিবিধ দেনাদার}}{\text{গড় দৈনিক বাকিতে বিক্রয়}}$$

$$= \frac{\text{প্রাপ্য বিল}}{\text{দৈনিক গড় ধারে বিক্রয়}}$$

ধরুন, বিবিধ দেনাদার ৪,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় (ধারে) ২০,০০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{ দেনাদার আবর্তন অনুপাত} = \frac{৪,০০,০০০}{\frac{২০,০০,০০০}{৩৬৫}}$$

$$= \frac{৪,০০,০০০ \times ৩৬৫}{২০,০০,০০০}$$

= ৭৩ দিন

ব্যাখ্যা ঃ এক্ষেত্রে দেনাদারদের থেকে বকেয়া আদায়ের সময় জানা যায়। ইহা ব্যবস্থাপনার আদায় নীতির কার্যকারিতা যাচাই করে। ভাল আদায় নীতি কম সময়ে দেনাদারদের থেকে অর্থ আদায় করতে সক্ষম করে। এর আদর্শ অনুপাত ৬০-৯০ দিন ধরা হয়। এর মাধ্যমে বিক্রি এবং আদায় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বুঝা যায়। নির্ণীত সময় ৭৩ দিন যা দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

উল্লেখ্য, ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকলে মোট বিক্রয়কে ধারে বিক্রয় বলে ধরা হবে। একে গড় আদায় সময় অনুপাতও (Average Collection Period) বলে।

৩. মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত (Capital Employed Turnover Ratio) ঃ বিনিয়োজিত মূলধন বলতে ইকুইটি (মালিকানা স্বত্ব) ও দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের যোগফলকে বুঝায়। ইহা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ স্থায়ী মূলধনকে প্রকাশ করে। এ অনুপাত দ্বারা বিনিয়োজিত মূলধনের সাথে বিক্রয়ের সম্পর্ক কেমন তা বুঝায়। ১ টাকা বিনিয়োগ করে কত টাকা বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে তা এ অনুপাত দ্বারা যাচাই করা যায়। এর সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$$

এর উচ্চ হার ভাল।

মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় = ২০,০০,০০০ টাকা,

মালিকানা স্বত্ত্ব = ১০,০০,০০০ টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ = ২,০০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত} = \frac{২০,০০,০০০}{১০,০০,০০০ + ২,০০,০০০০} = \frac{২০,০০,০০০}{১২,০০,০০০} = ১.৬৭ \text{ বার বা টাকা}$$

তাৎপর্য/ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার ফলাফল মূল্যায়ন করে। উচ্চহার এক্ষেত্রে ভাল। নিণীত অনুপাত ১.৬৭ অর্থাৎ একটাকা মূলধন বিনিয়োগ করে ১.৬৭ টাকা বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যবহার দক্ষতা ভাল এবং কর্মতৎপরতা ও ভাল।

৪. মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত (Total Asset Turnover) ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ ও বিক্রয়ের সম্পর্ককে মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত বলে। প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়ের পরিমাণ এর মোট সম্পদের কতগুণ তা জানার জন্য এ অনুপাত ব্যবহার করা হয়। এর সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{মোট সম্পদ}}$$

এক্ষেত্রে উচ্চহার কাম্য,

মনেকরুন, বিক্রয় ২,০০,০০০ টাকা এবং মোট সম্পদ ৫০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{২,০০,০০০}{৫০,০০০} = ৪ \text{ গুণ}$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কাজে লাগানোর নীতির যথার্থতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়। বিক্রয় যত বেশী হবে মুনাফও তত বেশী হবে। এক্ষেত্রে নির্ণীত অনুপাত সম্পদের ৪গুণ বিক্রয় নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। এর উচ্চহার প্রশংসীয়। [বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর আদর্শ অনুপাত ২গুণ এবং ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটি ৪ থেকে ৬ গুণ হওয়া উচিৎ

পাঠ-সংক্ষেপ

কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য যে অনুপাতগুলো ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কর্মতৎপরতা অনুপাত বলে। এদের মধ্যে রয়েছে, মজুদ আবর্তন অনুপাত, দেনাদার আবর্তন, মূলধন আবর্তন অনুপাত এবং মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত। একটি প্রতিষ্ঠানের মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য মজুদ আবর্তন অনুপাত, আদায় নীতির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য দেনাদার আবর্তন অনুপাত, মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই জন্য মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত এবং মোট সম্পদের কত গুণ বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এর সব অনুপাতের উচ্চহার কাম্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা বা সম্পদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে অনুপাতগুলি ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কি বলে?

ক. তারল্য অনুপাত খ.মুনাফার্জন অনুপাত গ. কর্মতৎপরতা অনুপাত ঘ. লিভারেজ অনুপাত।

২. বিক্রয় ÷ মজুদ কোন অনুপাতের সূত্র?

ক. মজুদ আবর্তন অনুপাত খ. দেনাদার আবর্তন অনুপাত গ. বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত ঘ. কোনটি নয়।

৩. বিক্রয় ও আদায় দক্ষতা যাচাইয়ে কোন অনুপাত ব্যবহৃত হয়?

ক. আদায় অনুপাত খ. দেনাদার আবর্তন অনুপাত গ. বিক্রয় অনুপাত ঘ. কোনটি নয়।

পাঠ-৫ ঃ মূলধন কাঠামো অনুপাতসমূহ ও এদের ব্যাখ্যা
(Capital Structure Ratios & their interpretations)

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি

- ☞ মূলধন কাঠামো অনুপাত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ মূলধন কাঠামো অনুপাতগুলোর বর্ণনাসহ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ মূলধন কাঠামো অনুপাত (Capital Structure Ratios)

আপনি দেখেছেন, তারল্য অনুপাত প্রতিষ্ঠানের স্বল্প-মেয়াদী স্বচ্ছলতা নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর যে অনুপাতগুলো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে একত্রে মূলধন কাঠামো অনুপাত বলে। মূলত ঃ মূলধন কাঠামো বলতে বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত মূলধনের মিশ্রণকে বুঝায়। আর এ মিশ্রণ যত সুন্দর ও যথার্থ হবে প্রতিষ্ঠানের টেকসই অবস্থা তত দৃঢ় হবে। এ অনুপাতগুলো যারা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয় তাঁরা জানতে আগ্রহী হন। ব্যাংক, ঋণদাতা, ঋণপত্র ক্রেতাও সম্ভাব্য ক্রেতা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা কতখানি তা জানতে আগ্রহী হন। এর মাধ্যমে মূলধন কাঠামো কতটা নির্ভরশীল বা ঝুঁকিপূর্ণ তা জানা যায়। ইকুইটি ও ঋণের সমন্বয়ে মোট মূলধন গঠিত হয়। ঋণ বেশী হলে আর্থিক ঝুঁকি বাড়ে, আবার ঋণ কমলে রক্ষণশীল অবস্থা নির্দেশ করে। এজন্য একটি আদর্শ মূলধন কাঠামো কাম্য যাতে ইকুইটি ও ঋণের যথার্থ ব্যবহারের ফলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো কাম্য মানের কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত অনুপাতগুলি ব্যবহৃত হয়। এদের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নীচে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ঋণ-ইকুইটি অনুপাত (Debt-Equity Ratio) ঃ ইকুইটি বলতে নিজস্ব মূলধন ও ব্যবহারক্ষণ অন্যান্য রক্ষিত মুনাফাকে বুঝায়। মোট ঋণ ও ইকুইটির সম্পর্ককে ঋণ ইকুইটি অনুপাত বলা হয়। ঋণের মধ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ রয়েছে এবং ইকুইটির মধ্যে আছে, শেয়ার মূলধন, রক্ষিত (Retained) মুনাফা, উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিতি (Surplus and Reserves) ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনকে ইকুইটির অন্তর্ভূক্ত করতে চান না। এ অনুপাতের সূত্র নিম্নরূপ ঃ

$$\text{ঋণ - ইকুইটি অনুপাত} = \frac{\text{মোট ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ}}{\text{মোট ইকুইটি}}$$

এক্ষেত্রে কেউ কেউ মোট ঋণের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবহারের পক্ষপাতি।
মনেকরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় ১,০০,০০০ টাকা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ১,০০,০০০, শেয়ার মূলধন ২,০০,০০০ টাকা এবং সঞ্চিতি তহবিল ১,০০,০০০ টাকা। সুতরাং

$$\text{ঋণ - ইকুইটি অনুপাত} = \frac{\text{দীর্ঘমেয়াদী ঋণ}}{\text{মোট ইকুইটি}}$$

$$= \frac{১,০০,০০০}{৩,০০,০০০}$$

$$= ১:৩$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা ১ টাকার ঋণের বিপরীতে কত টাকার নিজস্ব মূলধন আছে তা নির্ণয় করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ১ঃ৩ ধরা হয়। বেশী ঋণ বেশী ঝুঁকি নির্দেশ করে। তাই এর হার কম হওয়া উচিৎ। আবার বেশী রক্ষণশীলতাও ভাল নয়। ঋণের যেমন সুদ দিতে হয় তেমনি এর মাধ্যমে মুনাফাও অর্জিত হয়। নির্ণীত অনুপাত ১ঃ৩ যা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর মূলধন কাঠামো নির্দেশ করে। প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি সহনীয় মাত্রায় আছে বলে মনে হয় ।

২. দায় - মোট সম্পদ অনুপাত (Debt to total Assets Ratio) ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের মোট বহির্দায় এবং মোট সম্পদের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। এর সূত্র হল, মোট দায় (বহির্দায়) ÷ মোট সম্পত্তি। মোট সম্পত্তির কত অংশ প্রতিষ্ঠানের বাইরের অর্থ দিয়ে অর্জন করা হয়েছে তা এ অনুপাতের মাধ্যমে বুঝা যায়। এখানে বহির্দায় বলতে বন্ধকী ঋণ,

ব্যাংক ওভারড্রাফট, পাওনাদার, প্রদেয় বিল, বকেয়া খরচ ইত্যাদির যোগফলকে বুঝায়। আর ভুয়া সম্পত্তি বাদে যে সম্পদ থাকে তাকে মোট সম্পদ হিসেবে ধরা হয়।

মনে করুন, কোন প্রতিষ্ঠানের ঋণ আছে ১০,০০০ টাকা, ব্যাংক ওভার ড্রাফট ১০,০০০ টাকা, বিবিধ পাওনাদার ১০,০০০ টাকা, প্রদেয় বিল ১০,০০০ টাকা এবং বকেয়া খরচ ১০,০০০ টাকা, অন্যদিকে চলতি সম্পত্তি আছে ২,০০,০০০টাকা এবং স্থায়ী সম্পত্তি আছে ৩,০০,০০০ টাকা।

$$\therefore \text{দায় - মোট সম্পদ অনুপাত} = \frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}} = \frac{৫০,০০০}{৫,০০,০০০} = ১০\%$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা মোট সম্পদের কত অংশ বহির্দায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানা যায়। এখানে মোট সম্পদের মধ্যে ঋণদাতাদের দাবী কতটুকু তা নির্ণয় করা হয়। নিম্ন/কম অনুপাত এক্ষেত্রে ভাল। তবে একেবারে কম অনুপাত রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। নির্ণীত অনুপাত ১ঃ১০ বা ১০% যা প্রতিষ্ঠানের ভাল অবস্থা নির্দেশ করে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ঋণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হয়। তবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ভাল বলে মনে করা যায়।

৩. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital Gearing Ratio) ঃ মোট ইকুইটিকে সুদ দিতে হয় এমন সিকিউরিটি দিয়ে ভাগ করে এ অনুপাত নির্ণয় করতে হয়। সুদযুক্ত সিকিউরিটির ভেতর দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও অগ্রাধিকাযুক্ত শেয়ার অন্তর্ভূক্ত। এ অনুপাত ১ এর বেশী হলে নিম্ন গিয়ার এবং ১ এর কম হলে উচ্চ গিয়ার বুঝায়। নিম্ন গিয়ার এক্ষেত্রে ভাল।

মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার শেয়ার আছে ২,০০,০০০ টাকা, ঋণপত্র আছে ৫০,০০০ টাকা এবং ইকুইটি শেয়ার মূলধন আছে ৩,০০,০০০ টাকা।

$$\text{এ ক্ষেত্রে মূলধন গিয়ারিং অনুপাত} = \frac{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}}{\text{সুদযুক্ত সিকিউরিটি}}$$

$$= \frac{৩,০০,০০০}{২,৫০,০০০}$$

$$= ১.২ : ১$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত সুদ বহনকারী সিকিউরিটির তুলনায় ইকুইটি কতগুণ তা জানতে ব্যবহার করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ৩ঃ১ বলে ধরা হয়। নির্ণীত অনুপাত ১.২ঃ১ যা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল বা মূলধন কাঠামো ভাল প্রমাণ করে না।

৪. সুদ কভারেজ অনুপাত (Interest Coverage Ratio) ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের ঋণ সেবা প্রদান ক্ষমতা (Debt Servicing Power) যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুদ প্রদান পূর্ব মুনাফাকে বার্ষিক প্রদেয় সুদ দ্বারা ভাগ করে এ অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এর উচ্চ হার প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ পরিশোধের উচ্চ ক্ষমতা নির্দেশ করে। মনে করুন, একটি প্রতিষ্ঠানের সুদ পূর্ব মুনাফা (EBIT) ৬৫,০০০ টাকা, ৬% অগ্রাধিকার শেয়ার ৫০,০০০ টাকা এবং ১০% ডিবেঞ্চার বা ঋণ পত্র আছে ১,০০,০০০ টাকা। সুতরাং প্রদেয় সুদ হবে ৫০,০০০×৬% + ১,০০,০০০ × ১০% = ১৩,০০০ টাকা।

সুতরাং, সুদ কভারেজ অনুপাত = $\frac{\text{EBIT(সুদ পূর্ব মুনাফা)}}{\text{Interest (সুদ)}}$

$$= \frac{৬৫,০০০}{১৩,০০০}$$

$$= ৫:১$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ প্রদান ক্ষমতা প্রকাশ করে। উচ্চ হার উচ্চ ক্ষমতা নির্দেশ করে। নির্ণীত অনুপাত ৫ঃ১ বা প্রতিষ্ঠানের ঋণ সেবা প্রদান ক্ষমতার সন্তোষজনক অবস্থা প্রমাণ করে। প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘ মেয়াদী স্বচ্ছলতা রয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

যে অনুপাতগুলো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে একত্রে মূলধন কাঠামো অনুপাত বলে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণদাতারা এ অনুপাতগুলি জানতে আগ্রহী হয়। এক্ষেত্রে মোটামোটি ৪টি অনুপাত আলোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ঋণ-ইকুইটি অনুপাত নির্ণয় করা হয়। সুদ বহনকারী সিকিউরিটিজের তুলনায় ইকুইটি কতগুণ তা জানতে মূলধন গিয়ারিং অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ প্রদান ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য সুদ কভারেজ অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

১. চলতি অনুপাত হবে = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}}$

২. দ্রুত অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ - (মজুদ পণ্য + অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায় বা তড়িত দায়}}$

৩. কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ - চলতি দায়}}{\text{চলতি দায়}}$

৪. মোট মুনাফা অনুপাত = $\frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

৫. নীট মুনাফা অনুপাত = $\frac{\text{নীট লাভ (কর পরবর্তী)}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

৬. পরিচালন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + অন্যান্য পরিচালন ব্যয়}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$

৭. সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত = $\frac{\text{কর-বাদ নীট}}{\text{মোট সম্পত্তি}} \times ১০০$

৮. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

৯. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত = $\frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}} \times ১০০$

১০. শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত = $\frac{\text{মোট লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার সংখ্যা}}$

১১. শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত = $\frac{\text{প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন}}$

১২. মজুদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}}$

১৩. দেনাদার আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিবিধ দেনাদার}}{\text{গড় দৈনিক বাকিতে বিক্রয়}}$

১৪. মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}}$

১৫. মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{মোট সম্পদ}}$

১৬. ঋণ - ইকুইটি অনুপাত = $\frac{\text{মোট ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ}}{\text{মোট ইকুইটি}}$

১৭. দায় - মোট সম্পদ অনুপাত = $\frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}}$

১৮. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত = $\frac{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}}{\text{সুদযুক্ত সিকিউরিটি}}$

১৯. সুতরাং, সুদ কভারেজ অনুপাত = $\frac{\text{সুদ পূর্ব মুনাফা}}{\text{সুদ}}$

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৮.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যে অনুপাত দীর্ঘ মেয়াদী স্বচ্ছলতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে কি বলে?

ক. তারল্য অনুপাত খ. মুনাফার্জন অনুপাত
গ. কর্মতৎপরতা অনুপাত ঘ. মূলধন কাঠামো অনুপাত

২. মোট মূলধন =?

ক. ইকুইটি+ঋণ খ. শেয়ার মূলধন +রিজার্ভ
গ. শেয়ার মূলধন + ঋণ ঘ. শেয়ার মূলধন + লাভ

৩. ঋণ-ইকুইটি অনুপাত কি জন্য ব্যবহৃত হয়?

ক. ঋণ কত তা জানতে খ. ইকুইটি কত তা জানতে
গ. আর্থিক ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করতে ঘ. কোনটি নয়

৪. কোনটি বহির্দায় নয়?

ক. বন্ধকী ঋণ খ. অগ্রাধিকার শেয়ার
গ.পাওনাদার ঘ. বকেয়া খরচ।

৫. সুদ কভারেজ অনুপাত কি জন্য নির্ণয় করা হয়?

ক. ঋণ সেবা প্রদান ক্ষমতা যাচাই খ. সুদ কত তা জানতে
গ. সুদের হার জানতে ঘ. ঋণের সুদ পরিশোধ করতে।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১	ঃ	১. গ	২. খ	৩.গ	৪.ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২	ঃ	১. ক	২.খ	৩.ক	৪.ঘ	৫.গ	৬.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩	ঃ	১. ক	২.গ	৩.খ	৪.ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪	ঃ	১.গ	২.ক	৩.খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫	ঃ	১.ঘ	২.ক	৩.গ	৪.খ	৫.ক।	

উদাহরণ ঃ ১

নিম্নে আনিকা কোম্পানী লিঃ এর ২০০২ সালের ডিসেম্বর ৩১ তারিখে সমাপ্ত বছরের একটি উদ্বৃত্তপত্র দেয়া হলো ঃ

আনিকা কোং লিঃ

৩১-১২-০২ তারিখে তৈরী উদ্বৃত্তপত্র

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
শেয়ার মূলধন	৬,০০,০০০	স্থায়ী সম্পত্তি	৭,০০,০০০
সঞ্চিতি তহবিল	২,০০,০০০	সমাপণী মজুদ	১,৫০,০০০
১০% ঋণপত্র	১,০০,০০০	বিবিধ দেনাদার	১,২০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১,০০,০০০	নগদ তহবিল	৩০,০০০
	১০,,০০,০০০		১০,,০০,০০০

উক্ত বছরে বিক্রয় হয় ১৪,০০,০০০ টাকা। নিম্নোক্ত অনুপাতগুলি নির্ণয় করে ব্যাখ্যা/মন্তব্য লিখ।

ক. চলতি অনুপাত খ. তড়িৎ অনুপাত গ. মজুদ আবর্তন অনুপাত

সমাধান ঃ১

$$\text{চলতি অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৩,০০,০০০}{১,০০,০০০} = ৩:১$$

চলতি সম্পত্তি ঃ

সমাপনী মজুদ = ১,৫০,০০০ টাকা
বিবিধ দেনাদার = ১,২০,০০০ টাকা
নগদ তহবিল = ৩০,০০০ টাকা
৩,০০,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ চলতি অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় মেটানোর ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ২ঃ১ এবং নির্ণীত অনুপাত ৩ঃ১। উচ্চ অনুপাত ভাল দিক নির্দেশ করে। সুতরাং কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা ভাল বলা যায় এবং এর চলতি দায় মেটানোর ভাল ক্ষমতা আছে বলে প্রতিয়মান হয়।

$$\text{খ. তড়িৎ অনুপাত} = \frac{\text{চলতি সম্পদ - মজুদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৩,০০,০০০ - ১,৫০,০০০}{১,০০,০০০} = \frac{১,৫০,০০০}{১,০০,০০০} = ১.৫:১$$

ব্যাখ্যা ঃ তড়িৎ বা দ্রুত অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় মেটানোর ক্ষমতা নির্দেশ করে যা একটি কঠোর মাধ্যম। জরুরী দায় মেটানোর ক্ষমতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা (স্বল্প মেয়াদী) যাচাইয়ের মাধ্যমেও এ অনুপাত। এর আদর্শ অনুপাত ১:১ এবং নির্ণীত অনুপাত ১.৫:১। এর উচ্চ হার ভাল। সুতরাং কোম্পানীর জরুরী চলতি দায় মেটানোর ক্ষমতা ভাল বলা যায়। এর আর্থিক স্বচ্ছলতা ভাল বলে প্রতিয়মান হয়।

$$\text{গ. মজুদ আবর্তন অনুপাত} = \frac{\text{বিক্রয়}}{\text{সমাপনী মজুদ}} = \frac{১৪,০০,০০০}{১,৫০,০০০} = ৯.৩৩ \text{ বার/গুণ}$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়। এর আদর্শ অনুপাত ৮গুণ। উচ্চ অনুপাত প্রশংসনীয়। নির্ণীত অনুপাত ৯.৩৩ যা কোম্পানীটির বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ভাল বলে নির্দেশ করে।

উদাহরণ ঃ ২

সাদিয়া লিঃ কর্তৃক ৩১-১২-২০০২ তারিখে সমাপ্ত বছরের উদ্বৃত্তপত্র এবং লাভ-ক্ষতি হিসাব নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সাদিয়া লিঃ

উদ্বৃত্ত পত্র

৩১-১২-২০০২ তারিখে সমাপ্ত

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
২০,০০০ শেয়ারের মূল্য @ ১০০টাকা	২০,০০,০০০	ভুমি ও দালান	২০,০০,০০০
১০% অগ্রাধিকার শেয়ার @১০০ টাকা	১০,০০,০০০	মেশিনারী	১৫,০০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি	১২,৫০,০০০	আসবাবপত্র	৫,০০,০০০
লাভ-ক্ষতি হিসাব	৭,৫০,০০০	চলতি সম্পদ ঃ	
৬% ঋণ পত্র	৭,৫০,০০০	মজুদ	১০,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১২,৫০,০০০	বিবিধ দেনাদার	২০,০০,০০০
ব্যাংক ওভার ড্রাফট	৫,০০,০০০	প্রাপ্য বিল	৪,০০,০০০
	৭৫,০০,০০০	হাতে নগদ	১,০০,০০০
	৭৫,০০,০০০		৭৫,০০,০০০

লাভ-ক্ষতি হিসাব

২০০২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ	১৫,০০,০০০	বিক্রয়	১,০০,০০,০০০
ক্রয়	৬০,০০,০০০	সমাপনী মজুদ	১০,০০,০০০
মোট লাভ	৩৫,০০,০০০		
	১,১০,০০,০০০		১,১০,০০,০০০
প্রশাসনিক ব্যয়	১৭,৫০,০০০	মোট লাভ	৩৫,০০,০০০
বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয়	৭,৫০,০০০		
নীট লাভ	১০,০০,০০০০		
	৩৫,০০,০০০০		৩৫,০০,০০০

ইকুইটি শেয়ার মূলধনের উপর মোট ৩,০০,০০০ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত অনুপাতগুলি নির্ণয় করে ব্যাখ্যা দিন।

১. চলতি অনুপাত; ২. দ্রুত অনুপাত; ৩.কার্যকরী মূলধন অনুপাত; ৪.মোট মুনাফা অনুপাত; ৫. নীট মুনাফা অনুপাত; ৬. পরিচালন অনুপাত; ৭. সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত; ৮. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত; ৯. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত; ১০. শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত; ১১. শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত; ১২. মজুদ আবর্তন অনুপাত; ১৩. দেনাদার আবর্তন অনুপাত; ১৪. মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত; ১৫. মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত; ১৬. ঋণ ইকুইটি অনুপাত; ১৭. দায়-মোট সম্পদ অনুপাত; ১৮. মুলধন গিয়া**** অনুপাত; ১৯. সুদ-কভারেজ অনুপাত।

সমাধান-২

১. চলতি অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ}}{\text{চলতি দায়}} = \frac{৩৫,০০,০০০}{১৭,৫০,০০০} = \frac{২}{১} = ২:১$

চলতি দায় ঃ

বিবিধ পাওনাদার =	১২,৫০,০০০ টাকা
ব্যাংক ওভারড্রাফট =	৫,০০,০০০ টাকা
	১৭,৫০,০০০ টাকা

চলতি সম্পদ ঃ

মজুদ =	১০,০০,০০০টাকা
বিবিধ দেনাদার =	২০,০০,০০০ টাকা
প্রাপ্য বিল =	৪,০০,০০০ টাকা
হাতে নগদ =	১,০০,০০০ টাকা
	৩৫,০০,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ চলতি অনুপাত প্রতিষ্ঠানের চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত = ২ঃ১ এবং অনুপাত ও ২ঃ১। প্রতিষ্ঠানের চলতি অনুপাত আদর্শ অনুপাতের সমান। সুতরাং প্রতিষ্ঠানটির চলতি দায় পরিশোধের ক্ষমতা সন্তোষজনক। এর আর্থিক অবস্থা ভাল বলা যায়।

২. দ্রুত অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ - (মজুদ পণ্য + অগ্রিম খরচ)}}{\text{চলতি দায় বা তড়িত দায়}}$

$= \frac{৩৫,০০,০০০ - ১০,০০,০০০}{১৭,৫০,০০০}$

$= \frac{২৫,০০,০০০}{১৭,৫০,০০০}$

= ১.৪৩ : ১

ব্যাখ্যা ঃ দ্রুত অনুপাত প্রতিষ্ঠানের জরুরী দায় পরিশোধ ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ১ঃ১ এবং নির্ণীত অনুপাত ১.৪৩ঃ১। উচ্চ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল নির্দেশ করে। সুতরাং কোম্পানীটির জরুরী দায় পরিশোধ ক্ষমতা সন্তোষজনক এবং এর আর্থিক অবস্থা ভাল বলে মনে হয়।

৩. কার্যকরী মূলধন অনুপাত = $\frac{\text{চলতি সম্পদ - চলতি দায়}}{\text{চলতি দায়}}$

$= \frac{৩৫,০০,০০০ - ১৭,৫০,০০০}{১৭,৫০,০০০}$

$= \frac{১৭,৫০,০০০}{১৭,৫০,০০০} = ১:১$

ব্যাখ্যা ঃ কার্যকরী মুলধন অনুপাত কোন প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ১ঃ১ এবং নির্ণীত অনুপাত ও ১ঃ১। সুতরাং কোম্পানীর দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ক্ষমতা সন্তোষজনক বলা যায়।

৪. মোট মুনাফা অনুপাত $= \frac{\text{মোট লাভ}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

$$= \frac{৩৫,০০,০০০}{১,০০,০০,০০} \times ১০০ = ৩৫\%$$

ব্যাখ্যা ঃ মোট মুনাফা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের লাভার্জন ক্ষমতা এবং উৎপাদন ও বিক্রয় নীতির যথার্থতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ২০% থেকে ৩০% এবং নির্ণীত অনুপাত ৩৫% যা আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশী। সুতরাং কোম্পানীর লাভার্জন ক্ষমতা সন্তোষজনক। এর বিক্রয় নীতি ভাল এবং উৎপাদন বিভাগের কর্মদক্ষতাও সন্তোষজনক।

৫. নীট মুনাফা অনুপাত $= \frac{\text{নীট লাভ (কর পরবর্তী)}}{\text{বিক্রয়}} \times ১০০$

$$= \frac{১০,০০,০০০}{১০,০০,০০০} \times ১০০ = ১০\%$$

ব্যাখ্যা ঃ নীট মুনাফা অনুপাত প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা নির্দেশ করে। প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের দক্ষতা যাচাইয়ের জন্যও এ অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ৫% থেকে ১০%। নির্ণীত অনুপাত ১০% যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার্জন ক্ষমতা সন্তোষজনক নির্দেশ করছে। কোম্পানীর প্রশাসনিক, বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের দক্ষতাও সুন্দর বলে প্রমাণিত হলো।

৬. পরিচালন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রিত পণ্যের ব্যয় + অন্যান্য পরিচালন ব্যয়}}{\text{নীট বিক্রয়}} \times ১০০$

$$= \frac{৬৫,০০,০০০ + ২৫,০০,০০০}{১,০০,০০,০০০} \times ১০০$$

$$= \frac{৯০,০০,০০০}{১,০০,০০,০০০} \times ১০০ = ৯০\%$$

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় ঃ
বিক্রয় - মোট লাভ
= ১,০০,০০,০০০ - ৩৫,০০,০০০
= ৬৫,০০,০০০টাকা
অন্যান্য পরিচালন ব্যয় ঃ
পরিচালন ব্যয় + বিক্রয় ও বণ্টন খরচ
= ১৭,৫০,০০০ + ৭,৫০,০০০
= ২৫,০০,০০০

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ৮০% থেকে ৯০% এবং নির্ণীত অনুপাত ৯০%। সুতরাং কোম্পানীর পরিচালন ক্ষমতা সন্তোষজনক বলা যায় এবং এর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ও ভাল বলে প্রতীয়মান হলো।

৭. সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{মোট সম্পত্তি}} \times ১০০$

$$= \frac{১০,০০,০০০}{৭৫,০০,০০০} = ১৩.৩৩\%$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত মোট সম্পত্তির উপর মুনাফার হার কত জানতে ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে সম্পদের উপর মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করা যায়। নির্ণীত অনুপাত ১৩.৩৩% যা সন্তোষজনক বলে মনে হয়।

৮. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} \times ১০০$

$= \frac{১০,০০,০০০}{২৭,৫০,০০০} \times ১০০ = ৩৬.৩৬\%$

বিনিয়োজিত মূলধন ঃ
ইকুইটি + দীর্ঘমেয়াদী ঋণ
= ২০,০০,০০০ + ৭,৫০,০০০
= ২৭,৫০,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত ইকুইটির ও ঋণের মাধ্যমে অর্জিত তহবিলের ব্যবহার যথাযথ হচ্ছে কিনা তা নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে মুনাফার্জন ক্ষমতাও যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ১৮% এবং নির্ণীত অনুপাত ৩৬.৩৬% যা ব্যবহৃত তহবিলের সন্তোষজনক অবস্থা প্রমাণ করে এবং কোম্পানীর মুনাফার্জন ক্ষমতা ও ভাল বলা যায়।

৯. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{নীট মুনাফা}}{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}} \times ১০০$

$= \frac{১০,০০,০০০}{২০,০০,০০০} = ৫০\%$

ব্যাখ্যা ঃ ইকুইটি বা সাধারণ শেয়ারের মাধ্যমে অর্জিত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার যাচাইয়ের জন্য এ অনুপাত ব্যবহার করা হয়। এর মাধ্যমে মুনাফার্জন ক্ষমতাও যাচাই করা যায়। নির্ণীত অনুপাত ৫০% যা খুবই সন্তোষজনক অবস্থা নির্দেশ করে। কোম্পানীর মুনাফার্জন ক্ষমতাও ভাল বলে প্রতীয়মান হলো।

১০. শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{মোট লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার সংখ্যা}} = \frac{৩,০০,০০০}{২০,০০০} = ১৫$ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ নীতির যথার্থতা এবং মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাই করা হয়। যেহেতু প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। সুতরাং শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ১৫% যা কোম্পানীর লভ্যাংশ নীতির সন্তোষজনক অবস্থা প্রমাণ করে। কোম্পানীর মুনাফার্জন ক্ষমতাও সন্তোষজনক বলা যায়।

১১. শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাত $= \frac{\text{প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য}}{\text{শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন}} = \frac{১০০}{১৫} = ৬.৬৭$

(শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন ১০ নং থেকে প্রাপ্ত = ১৫। যদি ১০ নং অনুপাত না বের করতে হয় তা হলে এ অনুপাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তা বের করে নিতে হবে)

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন ক্ষমতা এবং শেয়ারের বাজার দরের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ণয় করে। এক্ষেত্রে উচ্চ হার কাম্য। কারণ সূত্রে শেয়ার প্রতি মূল্যকে শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। আর শেয়ার প্রতি মূল্য বৃদ্ধি সবার কামনা। তাই শেয়ার প্রতি মুনাফা বাড়লেও শেয়ারের বাজার মূল্যে না বাড়লে অনুপাত কম হবে। নির্ণীত অনুপাত ৬.৬৭ যেখানে লভ্যাংশর্জন ক্ষমতা ১৫%। এক্ষেত্রে ৬.৬৭ মোটামুটি ভাল মনে হলেও শেয়ারের বাজার দর সন্তে াষজনক নয়।

১২. মজুদ আবর্তন অনুপাত $= \frac{\text{বিক্রীত পণ্যের ব্যয়}}{\text{গড় মজুদ}} = \frac{৬৫,০০,০০০}{১২,৫০,০০০} = ৫.২$ বার/গুণ

গড় মজুদ $= \frac{\text{প্রারম্ভিক মজুদ + সমাপনী মজুদ}}{২} = \frac{১৫,০০,০০০ + ১০,০০,০০০}{২}$

$$= \frac{২৫,০০,০০০}{২} = ১২,৫০,০০০$$

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত কোম্পানীর মজুদ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ৮ গুণ। যেহেতু নির্ণীত অনুপাত ৫.২ গুণ, তাই বলা যায় কোম্পানীটির মজুদ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা সন্তোষজনক নয়। এর মজুদ ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা আরো বাড়ানো দরকার।

১৩. দেনাদার আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিবিধ দেনাদার}}{\text{গড় দৈনিক বাকিতে বিক্রয়}}$

$$= \frac{২০,০০,০০০}{\frac{১,০০,০০,০০০}{৩৬৫}}$$

$$= \frac{২০,০০,০০০ \times ৩৬৫}{১,০০,০০,০০০}$$

= ৭৩ দিন

(এ ক্ষেত্রে সমস্ত বিক্রয়কে ধারে বিক্রী ধরা হলো)

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা দেনাদারদের থেকে বকেয়া আদায়ের সময় জানা যায়। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার আদায় নীতির যথার্থতা যাচাই করা হয়। এর আদর্শ অনুপাত ৬০-৯০ দিন। কম সময় এক্ষেত্রে কাম্য। নির্ণীত অনুপাত ৭৩ দিন যা প্রতিষ্ঠানের আদায় নীতির যথার্থতা নির্দেশ করে এবং কোম্পানীর আদায় ব্যবস্থাপনা দক্ষ বলা যায়।

১৪. মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{বিনিয়োজিত মূলধন}} = \frac{১,০০,০০,০০০}{২৭,৫০,০০০} =$ ৩.৬৪ বার বা টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা নির্দেশ করে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার ফলাফল মূল্যায়ন করে। এক্ষেত্রে উচ্চহার ভাল। নির্ণীত অনুপাত ৩.৬৪ অর্থাৎ ১ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে ৩.৬৪ টাকা বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে যা কোম্পানীর মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা সন্তোষজনক প্রমাণ করে এবং কোম্পানীর কর্মতৎপরতা ভাল মনে হয়।

১৫. মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত = $\frac{\text{বিক্রয়}}{\text{মোট সম্পদ}} = \frac{১,০০,০০,০০০}{৭৫,০০,০০০} =$ ১.৩৩ বার/গুণ

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নির্দেশ করে। বড় কোম্পানীর জন্য এর আদর্শ অনুপাত ২ গুণ এবং ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪ থেকে ৬ গুণ ধরা হয়। নির্ণীত অনুপাত ১.৩৩ গুণ যা আদর্শ অনুপাতের নীচে। সুতরাং কোম্পানীর বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ভাল বলে মনে হয় না। বিক্রয় বৃদ্ধিতে তারা ব্যর্থ বলা যায়।

১৬. ঋণ - ইকুইটি অনুপাত = $\frac{\text{মোট ঋণ বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ}}{\text{মোট ইকুইটি}} = \frac{৭,৫০,০০০}{৩২,৫০,০০০} =$ ০.২৩ = ১:৪.৩৫

ইকুইটি ঃ

সাধারণ শেয়ার মূলধন =	২০,০০,০০০
সাধারণ সঞ্চিতি =	১২,৫০,০০০
	৩২,৫০,০০০

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকির মাত্রা নির্দেশ করে। এর আদর্শ অনুপাত ১ঃ৩ বা ০.৩৩। এর নিম্ন অনুপাত ভাল অবস্থা নির্দেশ করে। নির্ণীত অনুপাত ১ঃ৪.৩৫ বা ০.২৩ যা আদর্শ অনুপাতের চেয়ে কম। সুতরাং কোম্পানীর আর্থিক ঝুঁকির মাত্রা সন্তোষজনক বলা যায় এবং এর মূলধন কাঠামো ভাল বলে মনে হয়।

১৭. দায় - মোট সম্পদ অনুপাত $= \frac{\text{মোট দায়}}{\text{মোট সম্পত্তি}} = \frac{২৫,০০,০০০}{৭৫,০০,০০০} = ১:৩$ বা ৩৩.৩৩%

মোট দায় ঃ
চলতি দায় + দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ
= ১৭,৫০,০০০+৭,৫০,০০০
= ২৫,০০,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা মোট সম্পদের কত অংশ বহির্দায় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা জানা যায়। এর নিম্ন অনুপাত ভাল। তবে একেবারে কম অনুপাত রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। নির্ণীত অনুপাত ৩৩.৩৩% বা ১ঃ৩ যা প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো ভাল প্রমাণ করে অর্থাৎ ৩ টাকা সম্পদের বিপরীতে ১ টাকা বহির্দায় রয়েছে।

১৮. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত $= \frac{\text{শেয়ার হোল্ডারদের ইকুইটি}}{\text{সুদযুক্ত সিকিউরিটি}} = \frac{২০,০০,০০০}{১৭,,৫০,০০০} = ১.৬:১$

সুদ যুক্ত সিকিউরিটি =

১০% অগ্রাধিকার শেয়ার =	১০,০০,০০০ টাকা
৬% ঋণপত্র =	৭,৫০,০০০ টাকা
	১৭,৫০,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত দ্বারা সুদ বহনকারী সিকিউরিটির তুলনায় ইকুইটি শেয়ার কতগুণ তা জানা যায়। এর উচ্চ অনুপাত ভাল। এর আদর্শ অনুপাত ৩ঃ১ এবং নির্ণীত অনুপাত ১.৬ঃ১। ইহা প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো ভাল নির্দেশ করে না। সুদযুক্ত সিকিউরিটির পরিমাণ কমানো দরকার।

১৯. সুতরাং, সুদ কভারেজ অনুপাত $= \frac{\text{সুদ পূর্ব মুনাফা}}{\text{সুদ}} = \frac{১০,০০,০০০}{১,৪৫,০০০} = ৬.৯০ :১$

এখানে নীট মুনাফাকে সুদ পূর্ব মুনাফা হিসেবে ধরা হলো
সুদ = ১০,০০,০০০ × ১০% + ৭,৫০,০০০ × ৬%
= ১,৪৫,০০০ টাকা

ব্যাখ্যা ঃ এ অনুপাত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ প্রদান ক্ষমতা প্রকাশ করে। এর উচ্চ হার উচ্চ ক্ষমতা নির্দেশ করে। নির্ণীত অনুপাত ৬.৯ঃ১ যা কোম্পানীর ঋণসেবা প্রদান ক্ষমতা সন্তোষজনক প্রমাণ করে। কোম্পানীটির দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা রয়েছে বলে মনে করা যায়।

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. অনুপাত বলতে কি বুঝেন? অনুপাত বিশ্লেষণের সংজ্ঞা দিন।
২. অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. অনুপাত বিশ্লেষণের কি প্রয়োজন আছে? থাকলে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৪. তারল্য অনুপাত বলতে কি বুঝেন? চলতি অনুপাত দ্রুত অনুপাত এবং কার্যকরী মূলধন অনুপাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৫. লভ্যাংশ অনুপাত সম্পর্কে বর্ণনা দিন। মোট মুনাফা অনুপাত, নীট মুনাফা অনুপাত, পরিচালন অনুপাত, সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৬. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, শেয়ার প্রতি মুনাফার্জন অনুপাত এবং শেয়ার মূল্যের উপর মুনাফার্জন অনুপাতের তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
৭. কর্মতৎপরতা অনুপাত বলতে কি বুঝেন? মজুদ আবর্তন অনুপাত, দেনাদর আবর্তন অনুপাত, মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত এবং মোট সম্পদ অনুপাতের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
৮. মূলধন কাঠামো অনুপাত সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। ঋণ-ইকুইটি অনুপাত, দায়-মোট সম্পদ অনুপাত, মূলধন গিয়ারিং অনুপাত এবং সুদ-কভারেজ অনুপাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৯. কোন প্রতিষ্ঠানের তারল্য বা স্বল্পমেয়াদী স্বচ্ছলতা যাচাইয়ের জন্য কোন কোন অনুপাতের ব্যবহার করা হয়? এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১০. দীর্ঘমেয়াদী স্বচ্ছলতা নিরূপণের জন্য কোন্ কোন্ অনুপাত ব্যবহৃত হয়? এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
১১. মুনাফার্জন ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য কোন কোন অনুপাত ব্যবহৃত হয়। এগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করুন।
১২. কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা যাচাইয়ের জন্য কোন্ কোন্ অনুপাতের ব্যবহার হয়। এদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সমস্যাবলী

সমস্যা - ১ নিম্নে মমতাজ লিঃ এর লাভ-ক্ষতি এবং উদ্বৃত্তপত্র প্রদত্ত হলো। নিম্নোক্ত অনুপাতগুলি বের করুন।

১. মোট মুনাফা অনুপাত;
২. নীট মুনাফা অনুপাত;
৩. চলতি অনুপাত;
৪. দ্রুত অনুপাত;
৫. মুজদ আবর্তন অনুপাত;
৬. ঋণ ইকুইটি অনুপাত।

লাভ-ক্ষতি হিসাব

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	১,০০,০০০	বিক্রয়	১০,০০,০০০
প্রারম্ভিক কাঁচামাল মজুদ	৫০,০০০	সমাপনী কাঁচামাল মজুদ	১,৫০,০০০
কাঁচামাল ক্রয়	৩,০০,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	১,০০,০০০
মজুরী	২,০০,০০০	সুদ প্রাপ্তি	৫০,০০০
কারখানা উৎপাদন খরচ	১,০০,০০০		
প্রশাসনিক ব্যয়	৫০,০০০		
বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয়	৫০,০০০		
বিবিধ খরচ	৫৫,০০০		
ঋণপত্রের সুদ	১০,০০০		
নীট লাভ	৩,৮৫,০০০		
	১৩,০০,০০০		১৩,০০,০০০

উদ্বৃত্ত পত্র

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
মূলধন ঃ		স্থায়ী সম্পত্তি	২,৫০,০০০
সাধারণ শেয়ার মূলধন	১,০০,০০০	মজুদ ঃ	
অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন	১,০০,০০০	কাঁচামাল	১,৫০,০০০
সঞ্চিতি	১,০০,০০০	সমাপ্ত পণ্য	১,০০,০০০
ঋণপত্র	২,০০,০০০	বিবিধ দেনাদার	১,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১,০০,০০০	ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত	৫০,০০০
প্রদেয় বিল	৫০,০০০		
	৬,৫০,০০০		৬,৫০,০০০

সমস্যা ঃ ২ ইবনে সিনা লিঃ এর ৩১-১১২-০২ তারিখের উদ্বৃত্তপত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো। এ তথ্যাবলী থেকে চলতি অনুপাত, দ্রুত অনুপাত, ঋণ-ইকুইটি অনুপাত, বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত, ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত, সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত এবং মোট সম্পদ-দায় অনুপাত নির্ণয় করুন।

উদ্বৃত্তপত্র
৩১-১২-২০০২ তারিখের

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
সাধারণ শেয়ার মূলধন	২০,০০,০০০	দালান কোঠা	১৬,০০,০০০
৬% অগ্রাধিকার শেয়ার	১২,০০,০০০	আসবাবপত্র	১,৪০,০০০
লাভ-লোকসান হিসাব	৩,০০,০০০	যন্ত্রপাতি	৮,৪০,০০০
৬% ঋণ পত্র	৬,০০,০০০	যানবাহন	৬,০০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১,৮০,০০০	মজুদপণ্য	৭,০০,০০০
প্রদেয় বিল	৮০,০০০	প্রাপ্য বিল	১,২০,০০০
ব্যাংক ওভারড্রাফট	১,২০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৩,০০,০০০
		হাতে নগদ	৮০,০০০
		প্রাথমিক খরচাবলী	১,০০,০০০
	৪৪,৮০,০০০		৪৪,৮০,০০০

সমস্যা - ৩

নিম্নে সুমন লিঃ এর ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র দেয়া হলো। চলতি অনুপাত; দ্রুত অনুপাত; মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত; ঋণ-ইকুইটি অনুপাত; মজুদ আবর্তন অনুপাত; মোট মুনাফা অনুপাত; নীট মুনাফা অনুপাত; দেনাদার আবর্তন অনুপাত; মূলধন গিয়ারিং অনুপাত; ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত এবং মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত নির্ণয় করুন এবং ব্যাখ্যা দিন।

ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাব

৩১-১২-২০০২ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	৬,০০,০০০	বিক্রয় (১০০% ধারে)	৪৪,০০,০০০
ক্রয় (১০০% ধারে)	২০,০০,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	৮,০০,০০০
মজুরী	৪,০০,০০০		
মোট লাভ	২২,০০,০০০		
	৫২,০০,০০০		৫২,০০,০০০
অফিস ও প্রশাসনিক খরচ	৪,৮০,০০০	মোট লাভ	২২,০০,০০০
বিক্রয় ও বণ্টন খরচ	২,০০,০০০		
প্রদত্ত সুদ	১,২০,০০০		
আয়কর সঞ্চিতি	৫,৬০,০০০		
অন্যান্য খরচ	৪০,০০০		
নীট লাভ	২২,০০,০০০		২২,০০,০০০

উদ্বৃত্তপত্র

৩১-১২-২০০২ তারিখের

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পদ	টাকা
সাধারণ শেয়ার মূলধন	২০,০০,০০০	দালান	২০,০০,০০০
১০% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন	৮,০০,০০০	মেশিনারী	১৯,২০,০০০
সঞ্চিতি তহবিল	৪,০০,০০০	আসবাবপত্র	৪,৮০,০০০
৬% ঋণপত্র	১২,০০,০০০	মোটরযান	৬,০০,০০০
লাভ-ক্ষতি হিসাব	৮,০০,০০০	হাতে নগদ	১,৬০,০০০
১০% ব্যাংক ঋণ	৮,০০,০০০	বিবিধ দেনাদার	১১,২০,০০০
প্রদেয় বিল	২,০০,০০০	মজুদ পণ্য	৮,০০,০০০
বকেয়া খরচ	৮০,০০০	প্রাপ্য বিল	২,৮০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	৪,০০,০০০	অগ্রিম খরচ	২,৪০,০০০
ব্যাংক ওভারড্রাফট	৩,৬০,০০০		
আয়কর সঞ্চিতি	৫,৬০,০০০		
	৭৬,০০,০০০		৭৬,০০,০০০

সমস্যা - ৪ ঃ নিম্নে সাদিয়া লিঃ এর ৩১-১২-২০০১ তারিখের উদ্বৃত্তপত্র দেয়া হলো ঃ

উদ্বৃত্তপত্র

দায়	টাকা	সম্পদ	টাকা
সাধারণ শেয়ার মূলধন	২০,০০,০০০	দালান কোঠা	২৫,০০,০০০
সঞ্চিতি তহবিল	৪,০০,০০০	যন্ত্রপাতি	৫,০০,০০০
লাভ-ক্ষতি হিসাব	১২,০০,০০০	আসবাবপত্র	২,৫০,০০০
৬% ঋণপত্র	৮,০০,০০০	সমাপনী মজুদ	৭,৫০,০০০
১০% ব্যাংক ঋণ	৮,০০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৪,০০,০০০
বিবিধ পাওনা দার	২,০০,০০০	প্রাপ্য বিল	১,০০,০০০
প্রদেয় বিল	৮০,০০০	হাতে নগদ	২,৫০,০০০
ব্যাংক ওভারড্রাফট	৪,০০,০০০		
	৪৭,৫০,০০		৪৭,৫০,০০

২০০১ সালে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০,০০০ টাকা, মোট লাভ ছিল ১০,০০,০০০ টাকা এবং নীট লাভ ছিল ৬,০০,০০০ টাকা। উপরোক্ত তথ্য থেকে নিম্নোক্ত অনুপাতগুলি নির্ণয়পূর্বক মন্তব্য লিখুন (ব্যাখ্যাসহ)।

১. চলতি অনুপাত;
২. দ্রুত অনুপাত;
৩. বিনিয়োজিত মূলধনের উপর মুনাফার্জন অনুপাত;
৪. মোট মুনাফা অনুপাত;
৫. নীট মুনাফা অনুপাত;
৬. দেনাদার আবর্তন অনুপাত;
৭. ঋণ ইকুইটি অনুপাত;
৮. মূলধন বিনিয়োগ আবর্তন অনুপাত;
৯. মূলধন গিয়ারিং অনুপাত;
১০. কার্যকরী মূলধন অনুপাত;
১১. দায়-মোট সম্পদ অনুপাত;
১২. মোট সম্পদ আবর্তন অনুপাত;
১৩. মজুদ আবর্তন অনুপাত;
১৪. ইকুইটির উপর মুনাফার্জন অনুপাত;
১৫. সম্পত্তির উপর মুনাফার্জন অনুপাত।